প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯৯ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৮ইং

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০১৫ইং

চতুর্থ সংস্করণ ঃ ২০১৯ইং

পঞ্চম সংস্করণ ঃ ২০২২ইং

মূল্য ঃ ২০০ টাকা মাত্র।

মূদ্রণে ঃ সোনালী অফসেট প্রেস, কে, জাহান মার্কেটের সামনে, ভোলা।

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

ধারা :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
১-৪	নামকরণ, অবস্থান, আওতা, আদর্শ ও লক্ষ্য	৪
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
৫	সংজ্ঞা	৫-৬
	তৃতীয় অধ্যায়	
	সমিতির সদস্য ভূক্তি সংক্রান্ত	
৬	সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা	৭
৭	সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়ার পদ্ধতি	৭
৮	সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা	৮
৯	সমিতির সদস্যভুক্তি বাতিল হওয়া	৮
১০	সদস্যপদ স্থগিত	৮
	চতুর্থ অধ্যায়	
	সমিতির ব্যবস্থাপনা ও কার্য পরিচালনা	
১১	সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ সমূহ	৯
১২	সমিতির উপ-পরিষদ সমূহ	৯-১০
১৩	কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের যোগ্যতা	১০
১৪	কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের অযোগ্যতা	১০
১৫	কার্যনিবার্হী পরিষদ ও উপ-পরিষদ সমূহের গঠনপ্রণালী ও কার্যকাল	১০
১৬	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী	১০-১১
১৭	কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য	১১-১৩
১৮	উপ-পরিষদ সমূহের গঠন ও কার্যাবলী	১৩-১৫
	পঞ্চম অধ্যায়	
	নির্বাচনোত্তর কার্যক্রম, দায়িত্ব হস্তান্তর, শপথ গ্রহণ	
১৯	দায়িত্ব /কার্যভার হস্তান্তর	১৬
২০	নির্বাচনোত্তর কার্য পরিচালনা	১৬

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

ধারা :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
	বিভিন্ন সভাসংক্রান্ত নিয়মাবলী	
২১	কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা	১৬
২২	বাজেট সাধারণ সভা	১৭
২৩	বিশেষ সাধারণ সভা	১৭
২৪	ত্রৈমাসিক (বিশেষ) সাধারণ সভা	১৭
২৫	জরুরী সাধারণ সভা	১৭
২৬	বার্ষিক (সমাপনী) সাধারণ সভা	১৭
২৭	তলবী সাধারণ সভা	১৮
২৮	মূলতবী সভা	১৮
২৯	সভার কার্যবিবরণী	১৮
৩০	সভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা রহিত করন	১৮
৩১	সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটদান পদ্ধতি	১৮
	সপ্তম অধ্যায়	
৫৪	সমিতির আয় ব্যয় ও আর্থিক বিষয়াবলী	
৩২	সমিতির আয়ের উৎস	১৯
৩৩	সমিতির অনুমোদিত ব্যয়ের খাত	১৯
৩৪	সমিতির বিভিন্ন তহবিল	২০
৩৫	সমিতির বার্ষিক বাজেট	২০
৩৬	সাধারণ সম্পাদকের আর্থিক এখতিয়ার	২১
৩৭	কার্যনির্বাহী পরিষদের আর্থিক এখতিয়ার	২১
৩৮	সমিতির হিসাব নিরীক্ষন	২১-২২
	অষ্টম অধ্যায়	
	সমিতির সদস্যগণের শৃঙ্খলা বিধি	
৩৯	সমিতির সদস্যদের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী	২৩-২৪
৪০	সদস্যদের শৃঙ্খলা রক্ষার নীতিমালা	২৪-২৫
৪১	সদস্যগণকে কারণ দর্শানোর নোটিশ, জবাব, আপিল	২৫

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

ধারা :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	নবম অধ্যায়	
	সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন	
৪২	সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনস্থা	২৬
৪৩	কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে অনস্থা	২৬
	দশম অধ্যায়	
	কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপ-পরিষদের পদ শূন্য হওয়া এবং শূন্য পদ পূরণ করা	
৪৪	কার্য নির্বাহী পরিষদ ও উপ-পরিষদের পদ শূন্য হওয়া	২৭
৪৫	কার্য নির্বাহী পরিষদর সদস্যদের পদত্যাগ	২৭
৪৬	শূন্য পদে দায়িত্ব অর্পন	২৭
৪৭	উপ-পরিষদের আহ্বায়ক বা সদস্যদের অব্যহতি বা নতুন নিয়োগ	২৭
	একাদশ অধ্যায়	
	সমিতির কর্মচারী নিয়োগ, অপসারণ, বেতন ভাতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মাবলী	
৪৮	কর্মচারীর সংখ্যা ও যোগ্যতা	২৮
৪৯	কর্মচারীদের বেতন ক্রম	২৮-২৯
৫০	কর্মচারী নিয়োগ বদলী পদোন্নতি ও পদাবনতি	২৯
৫১	কর্মচারীদের বয়সসীমা	২৯
৫২	কর্মচারীদের পদত্যাগ	৩০
৫৩	কর্মচারীদের শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মাবলী	৩০
৫৪	কর্মচারীদের ছুটির নিয়মাবলী	৩০
	দ্বাদশ অধ্যায়	
	আইনজীবী করণিক নিয়োগ, নিবন্ধন, নবায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মাবলী	
৫৫	আইনজীবি করণিক নিবন্ধন পদ্ধতি	৩১-৩২
৫৬	আইনজীবি করণিক লাইসেন্স নবায়ন	৩২
৫৭	আইনজীবি করণিকদের শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৩২-৩৩
৫৮	আইনজীবি করণিক সমিতি ও করণিক কল্যাণ তহবিল	৩৩

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

ধারা :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	ত্রয়োদশ অধ্যায়	
	সমিতির রেজিষ্টার ও রেকর্ড পত্র	
৫৯	সমিতির সংরক্ষিত রেজিষ্টার ও রেকর্ড পত্র	৩৪
	চর্তুদশ অধ্যায়	
	বই ও টেলিফোন/মোবাইল বিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী	
৬০	সমিতির পাঠাগারের বই ব্যবহারের নিয়মাবলী	৩৫
৬১	টেলিফোন/মোবাইল ব্যবহারের নিয়মাবলী	৩৫
	পঞ্চদশ অধ্যায়	
	গঠনতন্ত্র এবং বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতি	
৬২	গঠনতন্ত্র এবং বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতি	৩৬
	ষষ্ঠদশ অধ্যায়	
	বিবিধ	
৬৩	বার্ষিক ভোজ	৩৬
৬৪	সমিতির রেজুলেশন ও রেকর্ড পত্র দেখা	৩৬
৬৫	কনভেনশন	৩৬
৬৬	সমিতির স্থাবর সম্পতির বিবরণ	৩৬

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

বিধি :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা (২০১৫ইং) সংশোধিত ২০১৯ ইং	
বিধি–১	নামকরণ	৩৭
বিধি–২	নির্বাচন উপ-পরিষদ গঠন	৩৭
বিধি–৩	নির্বাচনের তফশীল ঘোষণা	৩৭
বিধি–৪	ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তিক্রমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৩৭
বিধি–৫	নির্বাচনী পদ সমূহ এবং প্রার্থীদের যোগ্যতা অযোগ্যতা	৩৭-৩৮
বিধি–৬	মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাচাই	৩৮
বিধি–৭	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	৩৮
বিধি–৮	নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন সম্পন্ন করা	৩৮
বিধি–৯	নির্বাচন উপ-পরিষদের বাধ্যবাধকতা	৩৮
বিধি–১০	নির্বাচন কমিশনের যৌথদায়	৩৯
বিধি–১১	নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমূয় সূচী	৩৯
বিধি–১২	নির্বাচন স্থগিত করণ	৩৯
বিধি–১৩	ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা	৩৯
বিধি–১৪	মনোনয়ন পত্র এবং ব্যালট পেপার	৪০
বিধি–১৫	ভোট গ্রহণ পদ্ধতি ও ফলাফল ঘোষণা	৪০
বিধি–১৬	নির্বাচনী মালামালের ব্যবস্থাপনা	৪১
বিধি–১৭	ভোটার হওয়ার অযোগ্যতা	৪১
বিধি–১৮	নির্বাচনী আচরণ বিধি ও ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা	৪২
বিধি–১৯	সর্বসম্মত সমঝোতায় কার্যকরী কমিটি গঠন	৪২

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

বিধি :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	আপদকালীন তহবিল বিধিমালা (২০০৪ইং) সংশোধিত ২০১৯ ইং	
বিধি–১	নাম করণ	৪৩
বিধি–২	তহবিলের আওতা	৪৩
বিধি–৩	তহবিলের আয়ের উৎস সমূহ	৪৩
বিধি–৪	তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ	৪৩
বিধি–৫	আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি	৪৪
বিধি–৬	অন্যান্য নিয়মাবলী	৪৪
	আইনজীবি সহায়তা তহবিল বিধিমালা (২০২২ ইং)	৪৫
বিধি–১	নাম করণ	৪৫
বিধি–২	তহবিলের আওতা	৪৫
বিধি–৩	আইনজীবী সহায়তা তহবিল থেকে সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা	৪৫
বিধি–৪	তহবিলের আয়ের উৎস সমূহ	৪৫
বিধি–৫	তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ	৪৬
বিধি–৬	আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি	৪৬
বিধি–৭	অন্যান্য নিয়মাবলী	৪৬
	আইনজীবী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা (১৯৯৮ইং) (সংশোধিত ২০১৯ইং)	
বিধি–১	নাম করণ	৪৭
বিধি–২	তহবিলের আওতা উদ্দেশ্য এবং অগ্রযাত্রা	৪৭
বিধি–৩	কল্যাণ তহবিলের আয়ের উৎস	৪৭
বিধি–৪	কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি	৪৮-৪৯
বিধি–৫	কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ	৪৯
বিধি–৬	অন্যান্য নিয়মাবলী	৫০
বিধি–৭	উপসংহার	৫০

অনুক্রমনিকা (সূচিপত্র)

বিধি :	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
	আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ড বিধিমালা (২০১৯ইং)	
বিধি–১	নাম করণ	৫১
বিধি–২	তহবিলের আওতা, উদ্দেশ্য এবং অগ্রযাত্রা	৫১
বিধি–৩	আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ডের আয়ের উৎস	৫১-৫২
বিধি–৪	আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি	৫২-৫৩
বিধি–৫	আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ	৫৪
বিধি–৬	অন্যান্য নিয়মাবলী	৫৪-৫৫
বিধি–৭	উপসংহার	৫৫
	বিভিন্ন ছক সমূহ	৫৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

-ঃ ভূমিকা ঃ-

শতবর্ষের উর্ধ্বকালের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি বিজ্ঞ সদস্যগনের সূদুর প্রসারী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সুষ্ঠ এবং সর্বসম্মতভাবে প্রনীত গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ গঠনতন্ত্রের অধীনে একাধিক বিধিমালাও সন্নিবেশিত রয়েছে। ১৯০৩ইং সনে গঠনতন্ত্রের ৬৬ ধারায় বর্ণিত সম্পত্তিতে সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুগের প্রয়োজন, সময়ের দাবীতে বিজ্ঞ সদস্যগনের ও বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে একাধিকবার সমিতির গঠনতন্ত্রে এবং এর অধীন বিধিমালা সমূহে কিছু কিছু সংশোধনী ও নতুন বিধিমালা সংযোজন করা হয়।

বর্তমানে সময়ের প্রয়োজনে এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় অত্র সমিতির সকল কার্যক্রম পরিচালনার মূল চাবিকাঠি এই গঠনতন্ত্র এবং এর অধীনের বিভিন্ন বিধিমালা সমূহ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় বর্তমান ২০২২ইং সনের কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা সমূহ সংশোধনের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রের ৫ম সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০২২ইং সনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ১ম সভায় সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ ফরিদুর রহমান এডভোকেট-কে আহবায়ক এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ মাহাবুবুল হক লিটু এডভোকেট-কে সদস্য সচিব করিয়া ১০ (দশ) সদস্যের গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটি গঠন করেন এবং এই উপ-কমিটি ০৪টি সভার মাধ্যমে নতুন ভাবে আইনজীবী সহায়তা তহবিল বিধিমালা-২০২২ প্রনয়ণ পূর্বক গঠনতন্ত্রের কিছু কিছু ধারা উপধারা সমূহ, বিভিন্ন বিধিমালার সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে চুড়ান্ত ভাবে সংশোধিত গঠনতন্ত্র সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন করলে, কার্যনির্বাহী পরিষদ ২টি সভায় তা যাচাই বাছাইক্রমে অনুমোদন করলে বিগত- ১৪/০৬/২০২২ইং তারিখে সংশোধিত গঠনতন্ত্র অত্র সমিতির সাধারন সভায় উপস্থাপন করা হয়। সমিতির বিজ্ঞ সদস্যগণ গঠনতন্ত্রের খসড়া সংশোধনী ও বিধিমালা সংশোধনী এবং আইনজীবী সহায়তা বিধিমালা-২০২২ইং সম্পর্কে সু-চিন্তিত মতামত প্রদান করেন। বিগত ১৪/০৮/২২ইং তারিখে সংশোধিত গঠনতন্ত্র তথা গঠনতন্ত্রের সংশোধনী সর্বসম্মতভাবে চুড়ান্ত অনুমোদন করেন এবং যা ঐ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এভাবেই ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্রের ৫ম সংস্করন প্রকাশ করা হলো।

সাধারণ সম্পাদক	সভাপতি
মোঃ মাহাবুবুল হক লিটু এডভোকেট	আলহাজ্ব ফরিদুর রহমান এডভোকেট

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

প্রাক কথন

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি ১৯০৩ ইং সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিজ্ঞ সদস্যগনের পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রয়োজনে তৎকালীন সময়ে প্রনীত গঠনতন্ত্র-এর বিভিন্ন সময়ে সংশোধনী আনা হয় এবং গঠনতন্ত্রের অধীনে কিছু বিধিমালা সংযোজন করা হয়। যেমন ১৯৯৮ইং সনে আইনজীবী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০৪ইং সনে আপদকালীন তহবিল বিধিমালা ২০১৫ইং সনে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৯ইং সনে আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ড বিধিমালা উল্লেখযোগ্য।

২১/০৯/১৯৯৯ইং তারিখের সাধারন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মরহুম এডভোকেট আলহাজ্ব কাঃ আঃ কঃ আমিনুল একরাম, মরহুম এডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমান (১), আলহাজ্ব মোঃ নাছির এডভোকেট,মরহুম এডভোকেট আলহাজ্ব নেজামল হক এবং আলহাজ্ব মোঃ ছালাউদ্দিন হাওলাদার এডভোকেট বৃন্দ যুগের প্রয়োজনে সর্ব প্রথম ব্যাপক সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমান গঠনতন্ত্রের চুড়ান্তরূপ প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

সময়ের বিবর্তনে সমিতির চাহিদা অনুযায়ী বিগত কিছুদিনের সংশোধনী সহ তৎকালীন কার্যকরি কমিটির সভাপতি মোঃ বশির উল্লাহ এডভোকেট এবং সাধারণ সম্পদক আলহাজ্ব মোঃ ছালাহ উদ্দিন হাওলাদার এডভোকেট এর নেতৃত্বে গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ-কমিটির বিজ্ঞ সদস্য আলহাজ্ব নাছির উদ্দিন এডভোকেট, আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ হোসেন (লাবু) এডভোকেট, আলহাজ্ব মোঃ নেজামল হক এডভোকেট, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এডভোকেট, বাবু রবীন্দ্রনাথ দে এডভোকেট, বাবু কার্তিক চন্দ্র সাহা এডভোকেটগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় গঠনতন্ত্র এবং এর অধীন বিভিন্ন বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংশোধিত গঠনতন্ত্র সমিতির সাধারন সভার উপস্থাপন করলে বিগত-১৫/১০/২০০৮ইং তারিখে সাধারণ সভা তা অনুমোদন করলে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্রের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

যুগের প্রয়োজনে বিদ্যমান বাস্তবতায় ২০১৫ইং সনের তৎকালীন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্র ও এর অধীন বিধিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করায় সে সময়ের সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ ছালাহ্ উদ্দিন হাওলাদার এডভোকেট কে আহ্বায়ক এবং সাধারণ সম্পাদক মরহুম মোঃ ফিরোজ কিবরিয়া এডভোকেট, যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির বিজ্ঞ সদস্যরা হলেন আলহাজ্ব এ,কে,এম নাছিরউদ্দিন, এডভোকেট আলহাজ্ব মোঃ নাছির এডভোকেট আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ হোসেন (লাবু) এডভোকেট, মোঃ ফরমুজল হক বিশ্বাস এডভোকেট, মোঃ বশির উল্লাহ এডভোকেট, আলহাজ্ব মোঃ নেজামল হক এডভোকেট, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এডভোকেট, বাবু রথীন্দ্রনাথ দে এডভোকেট, আলহাজ্ব জুলফিকর আহামেদ এডভোকেট, আলহাজ্ব মোঃ নুরুল আলম নুরনবী এডভোকেট, বাবু জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস এডভোকেট, মোঃ মাহাবুবুল হক লিটু এডভোকেট, মোঃ খায়রুল আলম এডভোকেট। এই কমিটি গঠনতন্ত্র ও এর অধীন বিধিমালা সমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং ক্ষেত্রমতে নতুন বিধিমালা প্রনয়ন শেষে সংশোধিত গঠনতন্ত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট পেশ করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ সংশোধিত গঠনতন্ত্র যাচাই বাচাই শেষে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিগত ১১/১১/২০১৫ইং তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থাপনা করলে সমিতির সাধারণ সভা বিগত ১৮/১১/২০১৫ইং তারিখে সর্বসম্মতভাবে সংশোধিত গঠনতন্ত্র চুড়ান্ত অনুমোদন করলে বিগত ২০/১১/২০১৫ইং তারিখ থেকে সমিতির গঠনতন্ত্রের ৩য় সংরক্ষণ কার্যকর হয়।

´ যুগ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০১৯ইং সনের কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠনতন্ত্র ও এর অধীন বিধিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় ২৮/০২/২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের ২য় সভায় সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ ছালাহ্উদ্দিন হাওলাদার এডভোকেটকে আহ্বায়ক এবং সাধারন সম্পাদক গোলাম মোর্শেদ তালুকদার কিরন এডভোকেট, কে সদস্য সচিব নাছির এডভোকেট জনাব আলহাজ্ব সৈয়দ আশরাফ হোসেন (লাবু) এডভোকেট, জনাব আলহাজ্ব মোঃ ফয়জুল হক বিশ্বাস এডভোকেট, জনাব মরহুম মোঃ ওবায়দুর রহমান শাহজাহান এডভোকেট, বাবু রবীন্দ্র নাথ দে এডভোকেট, জনাব আলহাজ্ব জুলফিকার আহাম্মেদ এডভোকেট, জনাব মোঃ বশীর উল্লাহ এডভোকেট, জনাব আলহাজ্ব নুরুল আমিন নুরনবী এডভোকেট, বাবু জয়ন্ত কুমার এডভোকেট, জনাব মোঃ মাহাবুবুল হক লিটু এডভোকেট, জনাব আলহাজ্ব মোঃ সোয়েব হোসেন মামুন এডভোকেটগণকে সদস্য করে মোট ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ কমিটি গঠন করা হয়। এই উপ-পরিষদ সমিতির গঠনতন্ত্র এবং এর বিধিমালা সমূহের প্রতিটি ধারা উপধারা সমূহ পর্যালোচনা পূর্বক গঠনতন্ত্রের মৌলিক ধারা সমূহ অপরিবর্তীত রেখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন পূর্বক তা যুগোপযোগী করে এবং ৪০ (চল্লিশ) উর্ধ্ব বয়সে অত্র সমিতিতে যোগদানকারী নিয়মিত বিজ্ঞ সদস্যগণের ও তাদের পরিবারের কল্যাণের জন্য বিগত ২০/০৩/২০১৯ইং তারিখে সাধারণ সভায় সর্ব সম্মতভাবে গঠিত "আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইঊঘঊঠঙখঊঘঞ) ফান্ড" সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য "আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ড বিধিমালা" নামে নতুন একটি বিধিমালা প্রনয়ন পূর্বক সংশোধিত গঠনতন্ত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ ৪(চার) টি সভার মাধ্যমে সংশোধিত গঠনতন্ত্রের ও বিধিমালার উপর আলোচনা পর্যালোচনা করে তা বিগত ১৯/০৮/২০১৯ইং তারিখে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করলে বিজ্ঞ সদস্যগণ তাদের সুচিন্তিত ও সুদুর প্রসারী চিন্তা ভাবনার দ্বারা উপস্থাপিত গঠনতন্ত্র ও এর অধীন বিধিমালা সম্পর্কে বিভিন্ন সভামত প্রদানের মাধ্যমে গঠনতন্ত্র ও এর অধীন বিধিমালা সমূহ সংশোধনী সহ এবং "আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইঊঘঊঠঙখঊঘঞ) ফান্ড বিধিমালা ২০২২ইং" নতুনভাবে সংযোজন করে সর্বশেষ বিগত ০৩/০৯/২০১৯ইং তারিখে সাধারন সভায় সর্বসম্মত ভাবে অনুমোদিত হওয়ায় অত্র আকারে সমিতির গঠনতন্ত্রের ৪র্থ সংস্করন প্রকাশিত হলো।

শতবর্ষের উর্ধ্বকালের ঐতিহ্যের ধারক এই ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির সকল বিজ্ঞ সদস্যগণ অত্র গঠনতন্ত্র ও এর অধীন বিধিমালা সমূহ সংশোধনে এবং গঠনতন্ত্রের ৪র্থ সংস্করন প্রকাশ করার ব্যাপারে ঐকান্তিক সহযোগিতা করায় আমরা গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ কমিটি এর পক্ষ থেকে সকল বিজ্ঞ সদস্যগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।এ উপ কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও সতর্কতা সত্ত্বেও অত্র গঠনতন্ত্রের কোন প্রকার ব্যাকরণ জনিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তজ্জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আলহাজ্ব মোঃ ফরিদুর রহমান এডভোকেট
(সভাপতি)
ও
আহ্বায়ক
গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটি-২০২২ইং
ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি

মোঃ মাহাবুবুল হক লিটু এডভোকেট
(সাধারণ সম্পাদক)
ও
সদস্য সচিব
গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটি ২০২২ইং
ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি

প্রথম অধ্যায়

সমিতির নাম করণ, অবস্থান, আওতা, আদর্শ ও লক্ষ্য

১। ভোলা জেলার ভৌগলিক সীমানায় অবস্থিত আদালত সমূহে আইন পেশায় নিয়োজিত আইনজীবীগণের সমন্বয়ে গঠিত সমিতিই "ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি" নামে অবহিত হবে।

২। আইনজীবী সমিতির ১৯০৩ সনে প্রতিষ্ঠালগ্নে ভোলা শহরের গাজীপুর সড়কে স্থাপিত দক্ষিণ ভবন ও সি,এন্ড,বি সড়কে স্থাপিত উত্তর ভবন আইনজীবীগণের আইন পেশার কার্যালয় হিসেবে চিহ্নিত হবে। সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কার্যালয় তথা কার্যনির্বাহী পরিষদের দপ্তর সমিতির দক্ষিণ ভবনে বিদ্যামান থাকবে।

৩। অত্র সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ সর্বাবস্থায় বেজোড় সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

৪। সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য ঃ

ক) দলমত ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমিতির সদস্যগণের মঙ্গলার্থে ও স্বার্থ রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা।

খ) সমিতির সদস্যগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তোলা।

গ) আইন পেশার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতি মুক্ত স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

ঘ) সদ্যসদের আর্থিক উন্নতি বিধান ও সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার জন্য কাজ করা।

ঙ) বার ও বেঞ্চের মধ্যে সৌহার্দ্য পূর্ণ সম্পর্ক ও মর্যাদা বজায় রাখা এবং কোন কারণে বিরোধ সৃষ্টি হলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সম্মান জনকভাবে বিরোধ নিরসনের প্রচেষ্টা করা।

চ) নির্যাতিত ও দুঃস্থদের বিনা পারিশ্রমিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা এবং তা কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি আইন সহায়তা উপ কমিটি গঠন করা।

ছ) মানবাধিকার এবং পরিবেশ অধিকার সংরক্ষণে সহায়তা করা।

জ) জাতীয় দুর্যোগ ও দুর্দিনে দুর্গত মানুষের পাশে দাড়িয়ে সাধ্যমত আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করা এবং তা সফল বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিষদের সভায় একটি উপ-কমিটি গঠন করা।

ঝ) ভোলা বাসীর স্বার্থ জড়িত বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

ঞ) পৃথক বিচার বিভাগকে প্রভাব মুক্ত রেখে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংজ্ঞা

৫। ক) "সমিতি" বলতে "ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি" বোঝাবে।

খ) "সদস্য" বলতে অত্র সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্য যাদের সদস্য ভূক্তি আইননতঃ বহাল ও বলবৎ আছে। অত্র সমিতিতে নিম্মোক্ত ০২ (দুই) শ্রেণীর সদস্য থাকবেন, যথা ঃ-(১) নিয়মিত সদস্য (২) অনিয়মিত সদস্য।

(১) নিয়মিত সদস্য ঃ

যে সকল সদস্যগণ সারা বছর নিয়মিত সমিতিতে উপস্থিত থেকে ভোলা জেলার আদালত সমূহে আইন পেশায় নিয়জিত থাকবেন এবং নিয়মিতভাবে পেশায় নিয়জিত থাকা অবস্থায় বার্ধক্য বা অসুস্থতা জনিত কারনে অনুপস্থিত থাকলেও বার কাউন্সিলের সনদ নবায়ন ও সমিতির পাওনা, বিভিন্ন প্রকারের চাঁদা পরিশোধ করা থাকলে সে সকল সদস্যগণ নিয়মিত সদস্য মর্মে গন্য হবেন।

(২) অনিয়মিত সদস্য ঃ

যে সকল সদস্যগণ সারা বছর নিয়মিতভাবে সমিতিতে উপস্থিত হন না বা কোন বিশেষ সময়ে কিছুদিনের জন্য সমিতিতে উপস্থিত হন বা ভোলার আদালত সমূহে নিয়মিত আইন পেশা করেন না বা ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির ওকালতনামা, বার পেপার, জামানতনামা ইত্যাদি নিয়মিত ব্যবহার করেন না বা অন্য কোন পেশায় নিয়জিত আছেন বা ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির অধিক্ষেত্র /আওতার বাইরে অন্য কোন আদালতে যারা নিয়মিত সদস্য হিসেবে নিয়োজিত আছেন তাহারা অনিয়মিত সদস্য মর্মে গন্য হবেন।

গ) "সভাপতি", "সহ-সভাপতি, "সাধারণ সম্পাদক" সহ-সাধারণ সম্পাদক", "অর্থ সম্পাদক", "ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক", "পাঠাগার সম্পাদক", যেখানে যেভাবে ব্যবহৃত হবে তার অর্থ হবে সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, অর্থ সম্পাদক, ধর্ম,= ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক, পাঠাগার সম্পাদক এবং সদস্য বলতে নির্বাচিত নির্বাহী সদস্য বুঝাবে।

ঘ) "কার্য নির্বাহী পরিষদ" সমিতির নির্বাচিত পরিষদকে কার্যনির্বাহী পরিষদ বোঝাবে।

ঙ) "লাইব্রেরী" বলতে সমিতির উত্তর ভবন, দক্ষিণ ভবন বোঝাবে।

চ) "কল্যাণ তহবিল" বলতে ভোলা জেলা আইনজীবী কল্যাণ তহবিল বোঝাবে।

ছ) "আইনজীবী করণিক" বলতে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং অনুমোদিত আইনজীবী করণিক সমিতির সদস্যভূক্ত আইনজীবী করণিক বোঝাবে।

জ) "আইনজীবী করণিক সমিতি" বলতে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত আইনজীবী করণিক সমিতি বোঝাবে।

ঝ) "আইনজীবী করণিক কল্যাণ তহবিল" বলতে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত "আইনজীবী করণিক কল্যাণ তহবিল" বোঝাবে।

ঞ) "১ম সহ-সভাপতি" "১ম সহ-সাধারণ সম্পাদক" "১ম পাঠাগার সম্পাদক" বলতে দুজনের মধ্যে যিনি বেশী ভোটে নির্বাচিত হবেন তাকে বোঝাবে। তবে দুজনেই সম সংখ্যক ভোট পেলে কিংবা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলে যিনি অত্র সমিতিতে আগে যোগদান করেছেন তাকে বোঝাবে।

ট) "কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য" বলতে কার্য নির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তা ও তিনজন সদস্যকে বোঝাবে।

ঠ) "বৃত্তি প্রদান পরিষদ" বলতে আইনজীবীদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদানের জন্য গঠিত পরিষদকে বোঝাবে।

ড) "বার পেপার" বলতে নীল কাগজে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি মনোগ্রাম সম্বলিত ছাপানো এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত কাগজ বোঝাবে।

ঢ) "আইনজীবী তহবিল" বলতে বার পেপার বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ।

ণ) "কর্মচারী" বলতে ভোলা জেলা জেলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বোঝাবে।

ত) "অর্ধাংশ" "এক-তৃতীয়াংশ" "একচতুর্থাংশ" সদস্য বলতে সংশ্লিষ্ট বছরের চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উল্লেখিত সদস্যগণের সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

থ) "করণিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ" বলতে আইনজীবী করণিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদকে বোঝাবে।

দ) "নির্বাচন কমিশন" বলতে নির্বাচন উপ-পরিষদকে বোঝাবে।

ধ) "বেনাভোলেন্ট ফান্ড" বলতে ৪০ উর্ধ্ব বয়স্ক নিয়মিত সদস্যগণের জন্য গঠিত ফান্ডকে বোঝাবে।

ন) অপরাধ ঃ

১) লঘু অপরাধ ঃ গঠনতন্ত্রের ৪১ ধারার "ক" - "দ" উপধারার কোন অপরাধ প্রমাণিত হলে উহা লঘু অপরাধ মর্মে গন্য হবে।

২) গুরুতর অপরাধ ঃ

ক) ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির পূর্বানুমতি ব্যতিত অন্য কোন আইনজীবী সমিতির সদস্যভূক্ত হলে।

খ) নৈতিক স্খলন জনিত কারণে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে।

গ) বিচারকের নাম ভাঙ্গিয়ে বিচার প্রার্থীর পক্ষে রায় বা আদেশ হাসিলের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট হতে অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণের বিষয়টি ভিজিল্যান্স কমিটির নিকট প্রমানিত হলে।

ঘ) সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত বিরোধী কোন কর্মকান্ড করণ, সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন প্রকার কটুক্তি করণ, প্রচার মাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অত্র সমিতির সিদ্ধান্ত বিরোধী কোন প্রকার প্রচারণা কিংবা কোন প্রকার মানববন্ধন কিংবা এতদসংক্রান্তে যে কোন ধরনের প্রচারণায় জড়িত মর্মে প্রমাণিত হলে।

তৃতীয় অধ্যায়

সমিতির সদস্যভূক্তি

৬। সমিতির সদস্য ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা ঃ

অত্র সমিতির সদস্য ভূক্ত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

খ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের তালিকাভূক্ত এডভোকেট হতে হবে।

গ) ভোলা জেলার ভৌগলিক এলাকায় অবস্থিত এবং বাংলাদেশের যে কোন আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন আইনজীবী অত্র সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

ঘ) ভোলা জেলা এলাকার বাইরে বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে আইন পেশায় যুক্ত উপরোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন আইনজীবী বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে অত্র সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

৭। সমিতির সদস্যভূক্ত হওয়ার পদ্ধতিঃ

ক) সমিতির সদস্য ভূক্ত হতে হলে সমিতির নির্ধারিত ছাপানো ফরমে অঙ্গীকার নামা এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে দাখিলকৃত হলফনামার সত্যায়িত ফটোকপি সহ সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করতে হবে।

খ) সদস্য ভূক্তির বিষয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট সদস্যের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সদস্যভূক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে সভাপতি বরাবরে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিষয়টি পুনঃ বিবেচনার জন্য সভাপতি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত মর্মে গন্য হবে।

ঘ) উপরোক্ত নিয়মে সদস্যভূক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট এডভোকেটের নিকট থেকে নির্ধারিত ভর্তি ফি এবং নির্ধারিত হারে এক বছরের চাঁদা গ্রহণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণকে অবহিত করবেন এবং সদস্য ভূক্তির বিষয়ে সভাপতির মাধ্যমে সমিতির সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট নতুন সদস্যগণকে পরিচয় করাবেন।

ঙ) সমিতির অনিয়মিত সদসগণের নিয়মিত সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া –

অত্র সমিতির কোন অনিয়মিত সদস্য নিয়মিত সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সমিতির সভাপতি উক্ত সদস্যকে ০৬ (ছয়) মাস অন্তবর্তীকালীণ সময়ের জন্য অত্র সমিতির আওতাধীন এলাকায় আইন পেশায় অংশ নেওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। ০৬ (ছয়) মাস অতিক্রান্তের পরে সংশ্লিষ্ট সদস্য ভবিষ্যতে কখনোই সমিতির অনুমতি ব্যতীত অনিয়মিত সদস্য হওয়ার মত কোন কার্য্য করবেন না এবং অত্র সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক আইন পেশায় নিয়মিত সদস্য হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে হলফনামা সম্পাদন পূর্বক সমিতির সভাপতি বরাবরে চুড়ান্ত আবেদন করবেন। হলফনামাসহ উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সমিতির সভাপতি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে নিয়মিত সদস্য মর্মে ঘোষণা করবেন।

৮। সমিতির সদস্যভূক্ত হওয়ার অযোগ্যতা ঃ

কোন এডভোকেট নিম্নলিখিত যে কোন কারণে সমিতিতে সদস্যভুক্ত হওয়ার অযোগ্য মর্মে গণ্য হবেন-

ক) নৈতিক স্খলন জনিত (গড়ৎধষ ঃড়ৎঢ়রঃঁফব) বা ফৌজদারী মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ২ (দুই) বছরের অধিক সময় সাজা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে।

খ) দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

গ) মানসিক ভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে থাকলে।

ঘ) কোন সরকারী, বে-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে নিয়োজিত থাকলে বা প্রত্যক্ষ ভাবে অন্য কোন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকলে।

ঙ) আইন পেশার মান ক্ষুন্ন করার মত বা সমিতির স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করে থাকলে।

৯। সমিতির সদস্যভুক্তি বাতিল হওয়া ঃ

ক) কোন সদস্য ক্রমাগত ৩ (তিন) বছর সমিতির চাঁদা বাকী রাখলে তৃতীয় বছরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যভুক্তি স্বাভাবিক ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং উক্ত সদস্য বিলম্ব ফি সহ সমিতির প্রাপ্য চাঁদা পরিশোধ ক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পুনঃ সদস্যভুক্ত না হয়ে সমিতির সদস্য হিসেবে আইনপেশা করতে পারবেন না।

খ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কোন সদস্যের সনদ বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সমিতির সদস্য পদও স্বাভাবিক ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

গ) কোন সদস্যের দাখিলি অঙ্গিকারনামা, কাগজপত্র, জাল ভূয়া প্রতারনামূলক প্রমানিত হলে এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে দাখিলকৃত হলফনামা মিথ্যা, বানোয়াট মর্মে প্রমানিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হবে।

১০। সমিতির সদস্য পদ স্থগিত রাখা ঃ

ক) কোন সদস্য সমিতির তহবিল/সম্পদ তছরূপ অথবা আত্মসাৎ করলে।

খ) আদালতের কোন প্রকার দূর্নীতির সাথে জড়িত মর্মে প্রমানিত হলে।

গ) লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তি বা করনিক বা মোহরার দ্বারা অথবা লাইসেন্স বাতিল হওয়া করণিক বা মোহরার দ্বারা আদালতে তদবির করলে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমিতির ব্যবস্থাপনা ও কার্য পরিচালনা

১১। সমিতির ব্যবস্থাপনা ও কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ ১৩ (তের) জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে।

ক) সভাপতি ঃ ১ (এক) জন।
খ) সহ-সভাপতি ঃ ২ (দুই) জন।
গ) সাধারন সম্পাদক ঃ ১ (এক) জন।
ঘ) সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ ২ (দুই) জন।
ঙ) অর্থ সম্পাদক ঃ ১ (এক) জন।
চ) ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ ১ (এক) জন।
ছ) পাঠাগার সম্পাদক ২ (দুই) জন।
জ) সদস্য ঃ ৩ (তিন) জন।

১২। উপ-পরিষদ ঃ (ক) কার্য নির্বাহী পরিষদকে সহযোগিতার জন্য নিম্ন- লিখিত উপ-পরিষদ সমূহ থাকবে।

১) ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ।
২) কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ।
৩) নির্বাচন পরিচালনা উপ-পরিষদ/নির্বাচন কমিশন।
৪) পাঠাগার উপ-পরিষদ।
৫) আইনজীবী করনিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ।
৬) আপদ কালীন উপ-পরিষদ।
৭) বৃত্তি প্রদান উপ-পরিষদ।
৮) ধর্ম ও সংস্কৃতি উপ-পরিষদ।
৯) বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা উপ-পরিষদ।
১০) আইন সহায়তা উপ-পরিষদ।
১১) মানবাধিকার ও পরিবেশ অধিকার বাস্তবায়ন উপ-পরিষদ।
১২) উন্নয়ন ও নির্মান উপ-পরিষদ।
১৩) চরফ্যাশন উপ-পরিষদ।
১৪) উন্নয়ন ও নির্মান উপ-পরিষদ, চরফ্যাশন।
১৫) পাঠাগার উপ-পরিষদ, চরফ্যাশন।
১৬) ক্রীড়া উপ-পরিষদ।
১৭) মনপুরা উপ-পরিষদ।
১৮) তথ্য ও প্রযুক্তি উপ-পরিষদ।
১৯) বেনাভোলেন্ট ফান্ড উপ-পরিষদ।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন বোধে অন্য যে কোন উপ-পরিষদ গঠন করতে পারবে।

১৩। কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের পেশাগত যোগ্যতা ঃ

কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য অত্র সমিতির আইনজীবী হিসেবে সুনামের সাথে নূন্যতম নিম্নরূপে ধারাবাহিক পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে-

ক) সভাপতি ঃ ১৫ (পনের) বছর।
খ) সহ-সভাপতি ঃ ১২ (বার) বছর।
গ) সাধারন সম্পাদক ঃ ১০ (দশ) বছর।
ঘ) সহ-সাধারন সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
ঙ) অর্থ সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
চ) ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
ছ) পাঠাগার সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
জ) সদস্য ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।

১৪। কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা ঃ

নিম্নলিখিত যে কোন কারনে কোন সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা বা সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য মর্মে গন্য হবে-

ক) ভোলা জেলায় নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত না থাকলে।
খ) সংশ্লিষ্ট বছরের চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত না হলে।
গ) সমিতির নিকট যে কোন প্রকার দায় দেনা থাকলে (সমিতির চাঁদা, ঋণ, টেলিফোন বিল, বই পুস্তক) ইত্যাদি।
ঘ) নৈতিক স্খলন জনিত (গড়ৎধষ ঃড়ৎঢ়রঃঁফব) কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় ২ (দুই) বছরের বেশি সাজা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সাজা ভোগের পর ৩ (তিন) বছর অতিক্রম না হয়ে থাকলে।
ঙ) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে ধারাবাহিক ২ (দুই)বার নির্বাচিত হলে ৩য় বছর একই পদে নির্বাচন করতে পারবেন না।

১৫। কার্য নির্বাহী পরিষদের ও উপ-পরিষদ সমূহের গঠন প্রণালী ও কার্যকাল ঃ

ক) কার্য নির্বাহী পরিষদ সমিতির সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ১ (এক) বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হবে।
খ) শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্ব গ্রহণ করার তারিখ থেকে ১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন কার্যনির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত মর্মে গন্য হবে।
গ) উপ-পরিষদ সমূহ ১ (এক) বছর পূর্ণ হওয়ার পর বিলুপ্ত মর্মে গণ্য হবে।

১৬। কার্য নির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী ঃ

ক) সমিতির খসড়া বাজেট প্রণয়ন করবে।
খ) সমিতির বার্ষিক সাধারন সভা, বাজেট সাধারণ সভা ও বিশেষ সভার তারিখ ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারন করবে।
গ) কর্মচারী নিয়োগ, বদলি ও অপসারন করবে এবং কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা বা সদস্য এবং সমিতির সদস্য গণের বিরুদ্ধে শৃংখলা বিধি অনুসারে আইনানুগ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঙ) নতুন সদস্যভুক্ত করবে, সদস্য পদ স্থগিত করবে এবং সদস্য পদ বাতিল করবে।

চ) উপ-পরিষদ সমূহ গঠন করবে।

ছ) অডিটর নিয়োগ করবে এবং তাদের সম্মানী ধার্য করবে।

জ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের গঠনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়তা বিধান করবে।

ঝ) সাধারন সম্পাদকের প্রস্তুতকৃত এবং উপস্থাপিত মাসিক আয় ব্যায়ের হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন করবে।

ঞ) সমিতির ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন পূর্বক সাধারন সভায় উপস্থাপন করবে।

ট) সমিতির সদস্যগণের নিয়ম শৃংখলা রক্ষার বিষয় তদারক করবে।

ঠ) পরবর্তী কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন উপ-পরিষদকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে এবং খসড়া ভোটার তালিকা নির্বাচন উপ-পরিষদের নিকট প্রেরণ করবে।

ড) সমিতির আয় বাড়ানো ও ব্যয় সংকোচন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঢ) সমিতির উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং সদস্যগনের কল্যাণের নিমিত্তে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ণ) এখতিয়ার অনুসারে আর্থিক অনুমোদন প্রদান করবে।

ত) অনুমোদিত বাজেট অনুসারে সমিতির ব্যয় নির্বাহের রূপরেখা নির্ধারণ করবে এবং ব্যয়ের খাত অনুমোদন করবে।

থ) অভিনন্দন ও বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

দ) সর্বোপরি সমিতি ও এর সদস্যগণের মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষার্থে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।

১৭। কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

ক) সভাপতি ঃ

১) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা এবং সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

২) যে কোন জরুরী তলবী সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

৩) সভাপতির অনুদানের টাকা সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে মোট বরাদ্দের $\frac{৩}{৪}$ অংশ সমিতির সদস্য, সদস্যগণের করণিক, সমিতির কর্মচারী এবং পূর্বোক্তগণের পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৪}$ অংশ সমিতির বাইরে তথা পূর্বোক্ত শ্রেণি ব্যতিরেকে যৌক্তিক ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টন করতে পারবেন।

৪) গঠনতন্ত্রের আওতায় সমিতির যাবতীয় কার্যবলী পরিচালনা করবেন।

৫) সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে সমিতির সকল ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

৬) কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

৭) সমিতির সকল কাজ কর্মের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবেন।

৮) সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সমিতির কর্মচারী নিয়োগ, বদলি, সাময়িক বরখাস্ত এবং চূড়ান্ত অপসারণ করতে পারবেন।

৯। সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী সমিতি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ জরুরী ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত সমূহ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা আহ্বান পূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০) সভাপতি পদাধিকার বলে আপদকালীন উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১১) সভাপতি পদাধিকার বলে চরফ্যাশন উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১২) সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে মনপুরা উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩) কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে উক্ত সময় অতিক্রান্তের পর সমিতির স্বার্থে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করবেন।

খ) সহ-সভাপতি ঃ

১) সভাপতির অবর্তমানে ১ম সহ-সভাপতি এবং ১ম সহ-সভাপতির অবর্তমানে ২য় সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

২) ১ম সহ-সভাপতি পদাধিকার বলে আইনজীবী কল্যাণ তহবিলে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) ২য় সহ-সভাপতি আইনজীবী করনিক বিজল্যান্স উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে আইনজীবী করনিকদের নিয়ম শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। সভাপতি অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক ঃ

১) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

২। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভা, বাজেট সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা এবং মূলতবী সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

৩) সমিতির যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা এবং সমিতির যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করবেন।

৪। বিধি সম্মতভাবে সমিতির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন এবং প্রতি মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

৫। সমিতির যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

৬। সভাপতির সাথে যৌথভাবে সমিতির সকল ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

৭। সমিতির ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করে নির্ধারিত ছকে কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

৮। সমিতির সকল কর্মচারীর দৈনন্দিন কার্যাবলী তদারক করবেন এবং কর্মচারীদের দায়িত্ব বন্টন করবেন।

৯। সমিতির সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত সমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করবেন।

১০। সমিতির সকল তহবিলের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার ও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

১১) সমিতির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।

১২) সমিতির পাঠাগার উপ-পরিষদের কার্যক্রম তদারকি করবেন এবং ৬৪ ধারামতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩) সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে পরিচালনা করবেন।

১৪। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে বৃত্তি প্রদান উপ-পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫। পদাধিকারবলে সাধারণ সম্পাদক নির্মান উপ-পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৬। সাধারন সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির পক্ষে সকল ভাড়াটিয়া চুক্তি যথা সময়ে সম্পাদন ও নবায়ন করবেন

ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ

১) সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে ১ম সহ সাধারণ সম্পাদক এবং তাহার অবর্তমানে ২য় সহ সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

২) সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে বিক্রয় যোগ্য ওকালতনামা, বার পেপার, জামানত নামা, নিষেধাজ্ঞা ফরম ও সহিমোহর ফরম ইত্যাদি সকল কাগজে স্বাক্ষর করবেন।

৩) দৈনন্দিন ব্যয়ের ভাউচার যাচাই ও সুপারিশ করবেন।

৪) সমিতির আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে সাধারণ সম্পাদককে যথাযথ সহায়তা করবেন।

৫) সমিতির আসবাবপত্রের হিসাব সংরক্ষণ করবেন এবং প্রতি জানুয়ারী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ''গ'' ছকে পূর্ববর্তী বছরের আসবাবপত্রের তালিকা প্রস্তুত করে ভেরিফাই করিয়ে কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দাখিল করবেন।

৬) কার্য নির্বাহী পরিষদ, সভাপতি বা সাধারন সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) অর্থ সম্পাদক ঃ

১) সমিতির দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসাব সমূহ পরিদর্শন, সকল ব্যাংক হিসাব দৈনন্দিন নিরীক্ষণ, হিসাব সংক্রান্ত সমিতির বিভিন্ন বহি যেমন ক্যাশ বহি, লেজার বহি, স্টক বহি সমূহতে হিসাব পোষ্টিং শেষে সংশ্লিষ্ট বহি সমূহে দৈনন্দিন অনুস্বাক্ষর করবেন।

২) সমিতির সকল বিক্রয়যোগ্য কাগজ যেমন ওকালতনামা, বার পেপার, জমানাত নামা, সই মোহর ফরম, অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ফরম ইত্যাদি বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকি করবেন এবং বিক্রী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারন সম্পাদক কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

৩) সমিতির মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে সমিতির সাধারন সম্পাদকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

৪) কার্য নির্বাহী পরিষদ, সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত অপরাপর দায়িত্ব পালন করবেন।

চ) ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ

১) কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতীয়, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দায়িত্ব পালন করবেন।

২) কার্য নির্বাহী পরিষদ ও সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ) পাঠাগার সম্পাদক ঃ

১) পাঠাগারের যাবতীয় বই পুস্তকের তালিকা সংরক্ষণ করবেন।

২) পাঠাগার সংক্রান্ত গঠনতান্ত্রিক বিধি বিধানের যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

৩) সদস্যদের কাছে থাকা পুস্তকাদি যথাসময়ে ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

৪) পাঠাগারের বই পুস্তক সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫) প্রয়োজনীয় আইন বই ক্রয় করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে ''ঘ'' ছকে বই পুস্তকের তালিকা তৈরী করে তা ভেরিফাই করিয়ে কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট দাখিল করবেন।

ঝ) সদস্য ঃ

১) কার্য নির্বাহী পরিষদ, সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮। উপ-পরিষদ, সমূহের গঠন ও কার্যাবলী ঃ

(ক-১) আইনজীবী কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ ঃ

১) কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্হিভূত নূন্যতম ২ (দুই) জন সদস্য সহ মোট ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে আইনজীবী কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ গঠিত হবে।

২) পদাধিকার বলে ১ম সহ সভাপতি অত্র উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) আইনজীবী কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ তহবিল সংগ্রহ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং তহবিল বিধিমালা দ্বারা অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

(ক-২) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড উপ-পরিষদ ঃ

ক) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র

সদস্যগণের মধ্য থেকে ০১ (এক) জন এবং সাধারণ নিয়মিত সদস্যগণের মধ্যে থেকে ০১ (এক) জনসহ সর্বমোট ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে ০১ (এক) বছরের জন্য আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইঊঘঊঠঙখঊঘঞ) ফান্ড উপ-পরিষদ গঠিত হবে।

খ) এই উপ-পরিষদ তহবিল সংগ্রহ, হিসাব রক্ষণা-বেক্ষণ, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও অত্র তহবিল বিধিমালা দ্বারা অর্পিত সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ ঃ

১) একজন আহ্বায়ক ও দুইজন মনোনীত সদস্য সহ মোট ৩ (তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ গঠিত হবে। সভাপতি পদাধিকারবলে ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদের আহ্বায়ক থাকবেন।

২) ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ অত্র সমিতির সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধের নিস্পত্তি করবেন।

৩) সমিতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা দিলে সাধারণ সম্পাদক স্বপ্রনোদিত হয়ে কিংবা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদে প্রেরণ করবেন। ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ পরবর্তী (৩) তিন দিনের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে কার্য নির্বাহী পরিষদ বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

৪) সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার পেশাগত অসদাচরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ বিষয়টি তদন্ত করে মন্তব্যসহ পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে বাধ্য থাকবেন এবং প্রদত্ত প্রতিবেদনের আলোকে কার্য নির্বাহী পরিষদ পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য উক্তরূপ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

গ) আইনজীবী করনিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ ঃ

১) একজন আহ্বায়ক ও ২ (দুই) জন সদস্য সহ মোট ৩ (তিন) জন সদস্য নিয়ে আইনজীবী করনিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ গঠিত হবে। ২য় সহ- সভাপতি পদাধিকার বলে এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক থাকবেন। ১ম সহ-সাধারণ সম্পাদক এই উপ-পরিষদের সদস্য থাকবেন এবং ৩য় সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সাধারণ সদস্যগণের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।

২) আইনজীবী করনিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদ আইনজীবী করনিকদের শৃংখলা রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করবেন এবং তাদের উপর অর্পিত আইনজীবী করনিক সংক্রান্ত গঠনতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) কোন আইনজীবী করনিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে অত্র উপ-পরিষদ অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে বাধ্য থাকবেন। সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক পরবর্তী কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন।

ঘ) নির্বাচন উপ-পরিষদ ঃ

১) নির্বাচন উপ-পরিষদ ৪ (চার) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তম্মধ্যে সিনিয়র সদস্য নির্বাচন উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

২) নির্বাচন উপ-পরিষদের কার্যকাল নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া এবং নির্বাচিত পরিষদ কর্তৃক দায়িত্বভার গ্রহণ করার দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩) নির্বাচন উপ-পরিষদ অত্র সমিতির ''নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা'' দ্বারা পরিচালিত হবে।

ঙ) পাঠাগার উপ-পরিষদ ঃ

১) ০১ (এক) জন আহ্বায়ক এবং ০৪ (চার) জন সদস্য সহ মোট ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের সমন্বয়ে পাঠাগার উপ-পরিষদ গঠিত হবে। ১ম পাঠাগার সম্পাদক পদাধিকার বলে এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক থাকবেন।

২) পাঠাগার উপ-পরিষদ প্রতি মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পাঠাগারের স্টক পরীক্ষা করে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৩) কোন সদস্য লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে যথাযথ সময়ে ফেরত না দিলে তা ফেরত পাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪) উপযুক্ত প্রচেষ্টার পরও কোন সদস্যের নিকট থেকে বই ফেরত পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট বইয়ের মূল্য নির্ধারন পূর্বক ঐসদস্যের নিকট থেকে ঐ বইয়ের মূল্য আদায় করার সুপারিশ সহ সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৫) প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সকল বই সদস্যগণের নিকট থেকে সংগ্রহ করে এবং বইয়ের স্টক ভেরিফাই করে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৬) আইন বই খরিদের চাহিদা নিরূপন করে প্রয়োজনীয় আইন বই ক্রয় করার জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবে।

চ) আপদকালীন তহবিল উপ-পরিষদ ঃ

১) ০১ (এক) জন আহ্বায়ক এবং ০৪ (চার) জন সদস্যের সমন্বয়ে মোট ০৫ (পাঁচ) সদস্য নিয়ে আপদ কালীন তহবিল উপ-পরিষদ গঠিত হবে।

২) পদাধিকার বলে সভাপতি এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক এবং সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিব থাকবেন।

ছ) বৃত্তি প্রদান উপ-পরিষদ ঃ

১) ০১ (এক) জন আহ্বায়ক এবং ০৪ (চার) জন সদস্য নিয়ে বৃত্তি প্রদান উপ-পরিষদ হবে।

২) পদাধিকার বলে সাধারণ সম্পাদক এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হবেন। সদস্য ৪ জনের মধ্যে ০২ (দুই) জন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং বাকী ০২ (দুই) জন সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

৩) বৃত্তি প্রদান উপ-পরিষদ বাজেটে বরাদ্দকৃত বৃত্তি প্রদানের অর্থ আইনজীবীদের ৫ম শ্রেণী/৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি প্রাপ্ত কিংবা জি,পি,এ-৫ প্রাপ্ত এবং এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় জি,পি,এ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী সন্তানদের মাঝে বৃত্তি বিতরণ করবেন।

জ) চরফ্যাশন উপ-পরিষদ ঃ

৫ (পাঁচ) সদস্য সমন্বয়ে চরফ্যাশন উপ-পরিষদ গঠিত হবে। পদাধিকার বলে সভাপতি আহ্বায়ক থাকবেন এবং চরফ্যাশন নিয়মিত আইন পেশা করেন এমন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকলে পদাধিকার বলে উক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হতে একজন পদাধিকার বলে যুগ্ম আহ্বায়ক হবেন। অন্যথায় কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় চরফ্যাশন প্রাকটিসরত সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে অপর তিনজন সদস্য নিয়ে উপ-কমিঠি গঠিত হবে। সমিতির পক্ষে এই উপ-পরিষদ যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

ঝ) মনপুরা উপ-পরিষদ ঃ

তিন সদস্য সমন্বয়ে মনপুরা উপ-পরিষদ গঠিত হবে। সাধারন সম্পাদক পদাধিকার বলে উপ-পরিষদের আহ্বায়ক হবেন এবং মনপুরায় নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত সদস্যগণ মধ্য হতে একজন যুগ্ম আহ্বায়ক, একজন সদস্য থাকবেন। সমিতির পক্ষে এই উপ-পরিষদ যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

ঞ) অত্র সমিতির কোন সদস্য পর পর ২ (দুই) বারের বেশী কোন উপ-পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচনোত্তর কার্যক্রম, দায়িত্ব হস্তান্তর, শপথ গ্রহণ

১৯। ক) নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রাক্তন কার্যনির্বাহী পরিষদ নব নির্বাচিত পরিষদের নিকট কার্যভার হস্তান্তর করবে।

খ) প্রাক্তন কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক যথা সময়ে যথার্থভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর না করলে এটা তার চরম দায়িত্ব অবহেলা এবং সমিতির কার্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা মর্মে গণ্য হবে এবং এইরূপ আচরনের দায়ে তিনি পরবর্তী বছর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

গ) প্রাক্তন কার্য নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যভার হস্তান্তর না করলে নির্বাচনের তারিখ হতে দশম দিবস অতিক্রম হওয়ার পর দিন নব নির্বাচিত পরিষদ একাদশ দিবসে কার্যভার গ্রহণ করে যথারীতি সমিতি পরিচালনা করবে।

ঘ) প্রাক্তন পরিষদ কোন কারণে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন না করলে নব নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ শপথ গ্রহণ পূর্বক যথারীতি দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ) নির্বাচনের ১০ (দশ) দিন পর নব নির্বাচিত কার্য নির্বাহী পরিষদ কার্যভার গ্রহণ করে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে একটি অনাড়ম্বর অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবে।

২০। নির্বাচনোত্তর কার্য পরিচালনা ঃ

ক) কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর কার্যভার হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রাক্তন কার্য নির্বাহী পরিষদ সমিতির স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে ঐ সময়ে প্রাক্তন পরিষদ বা পরিষদের কর্মকর্তাগণ দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় ব্যতীত অন্যকোন ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন না।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের পর এবং দায়িত্ব হস্তান্তর হওয়ার পূর্বে ১৫ (খ) ধারা অনুসারে প্রাক্তন পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে গেলে প্রাক্তন পরিষদের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কার্যভার হস্তান্তর সহ স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত বিধানাবলী

২১। কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা ঃ

ক) সমিতির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে আলোচ্য সূচী নির্ধারণ পূর্বক নূন্যতম ০২ (দুই) দিনের নোটিশ দিয়ে কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করবেন।

খ) সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কোরাম হবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

গ) সভায় উপস্থিত যে কোন সদস্য সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্য সূচীর বহির্ভূত যে কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিবিধ আলোচ্য বিষয় হিসেবে সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং ঐ বিষয়ে যথা নিয়মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ঘ) প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কার্য নির্বাহী পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করতে হবে।

ঙ) কোন বিষয়ে জরুরী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিলে সভাপতি তাৎক্ষণিক ভাবে কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

চ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় বার্ষিক বাজেট সাধারণ সভার তারিখ ও বার্ষিক সমাপনী সাধারণ সভার তারিখ এবং ত্রৈমাসিক সাধারণ সভার তারিখ ও আলোচ্য সূচী নির্ধারন করা হবে।

২২। বাজেট সাধারণ সভা ঃ

ক) নব নির্বাচিত কার্য নির্বাহী পরিষদ কার্যভার গ্রহণের পর ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে পরবর্তী (এক) ০১ বছরের জন্য বাজেট প্রণয়নের পর তা অনুমোদনের জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সাধারণ সম্পাদক নূন্যতম ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বাজেট সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং খসড়া বাজেটের কপি ও সম্পাদকের প্রতিবেদন বিজ্ঞপ্তি জারির সাথে সাথেই সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে বাজেট সাধারণ সভায় বাজেট উপস্থাপন করা না হলে ঐ কার্য নির্বাহী পরিষদ স্বাভাবিক ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

খ) নূন্যতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে বাজেট সাধারণ সভার কোরাম হবে।

গ) বাজেট সাধারণ সভায় কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া বাজেট এবং সমিতির পরবর্তী বছরের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের পরিকল্পনা সম্বলিত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপিত হবে এবং সাধারণ সভা কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হবে।

২৩। বিশেষ সাধারণ সভা ঃ

ক) বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বাজেট সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সম্পাদক কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

খ) নূন্যতম ০২ (দুই) দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে এবং সমিতির অর্ধেক (৫০%) সদ্যসের উপস্থিতিতে বিশেষ সাধারণ সভার কোরাম হবে।

২৪। ত্রৈমাসিক (বিশেষ) সাধারণ সভাঃ

ক) গঠনতন্ত্রের ১৭ (গ) ধারার ৭ উপধারা অনুসারে সমিতির ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রতি বছরের মে, আগষ্ট ও নভেম্বর মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক (বিশেষ) সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

খ) সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদে আলোচনাক্রমে ত্রৈমাসিক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং সমিতির নির্ধারিত "ক" ছকে সংশ্লিষ্ট তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক ঐ সভায় উপস্থাপন করবেন।

গ) নূন্যতম ০৩ (তিন) দিনের নোটিশে ত্রৈমাসিক (বিশেষ) সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে এবং বিজ্ঞপ্তি জারির সাথে সাথেই ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাবের বিবরনী সদস্য গণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সভার কোরাম হবে।

২৫। জরুরী সাধারণ সভা ঃ

কোন বিষয়ে জরুরী বা তাৎক্ষনিকভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আবশ্যকতা দেখা দিলে সভাপতি তাৎক্ষনিক ভাবে জরুরী সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন। নূন্যতম এক চতুর্থাশ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সভার কোরাম হবে।

২৬। বার্ষিক (সমাপনী) সাধারণ সভা ঃ

ক) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের ১৫-২৩ তারিখের মধ্যে সমিতির বার্ষিক (সমাপনী) সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

খ) নূনতম ০৩ (তিন) দিনের নোটিশে বার্ষিক (সমাপনী) সাধারণ সভা আহবান করতে হবে এবং সভার বিজ্ঞপ্তি জারির সাথে সাথেই সমিতির বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক সমাপনী প্রতিবেদন সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

গ) এক চতুর্থাংশ সদস্য গণের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভার কোরাম হবে।

ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত "খ" ছকে ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত সমিতির আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, আসবাবপত্র ও বই পুস্তকের অনুমোদিত তালিকা এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকান্ডের বাৎসরিক প্রতিবেদন বার্ষিক (সমাপনী) সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং সাধারণ সভায় উক্ত প্রতিবেদন সমূহ আলোচনাক্রমে অনুমোদন করতে হবে।

২৭। তলবী সধারণ সভা ঃ

ক) সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সমিতির নূন্যতম এক চতুর্থাংশ সদস্য সভাপতি বরাবরে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তলবী সভা আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন।

খ) সভাপতি ঐরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তারিখ ধার্য্যক্রমে তিন দিনের নোটিশে তলবী সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

গ) সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে তলবী সাধারণ সভার কোরাম হবে।

ঘ) সভাপতি ঐরূপ দরখাস্ত প্রাপ্তির তারিখ থেকে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তলবী সভা আহ্বান না করলে দরখাস্তকারীগণের মধ্যে জেষ্ঠ্যতম সদস্য আহ্বায়ক হয়ে তলবী সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন এবং ঐ সভায় প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচন করে তলবী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ) তলবী সাধারণ সভার সভাপতি সভার সিদ্ধান্ত সম্বলিত কার্য বিবরণী প্রস্তুত করে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করলে সাধারণ সম্পাদক তা কার্য বিবরণী বইতে অন্তর্ভূক্ত করবেন। অন্যথায় সাধারন সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাবে।

চ) তলবী সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে বাধ্যকর ও কার্যকরী হবে।

২৮। মুলতবী সভা ঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কিংবা তলবী সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কোন কারণে মুলতবী ঘোষনা করা হলে ঐ সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মুলতবী সভা আহ্বান করবেন।

খ) সমিতির গঠনতন্ত্র কিংবা কোন বিধিমালা সংশোধনের জন্য আহুত সভা ব্যতীত অন্য কোন মুলতবী সভায় কোরামের আবশ্যক হবে না।

২৯। সভার কার্য বিবরণী ঃ

ক) সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং বা সভার সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কার্য নির্বাহী পরিষদের অন্য কোন কর্মকর্তা প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণী সংশ্লিষ্ট সভার পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে নির্ধারিত কার্যবিবরণী বইতে লিপিবদ্ধ করবেন।

খ) সভার সভাপতি কার্য বিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক প্রতি স্বাক্ষর করবেন।

গ) প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণী পরবর্তী সভায় অবশ্যই গঠিত এবং অনুমোদিত হতে হবে।

৩০। সভার সিদ্ধান্ত সংশোধন, পরিবর্তন বা রহিত করণ ঃ

ক) উপযুক্ত কারণে কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন সভার সিদ্ধান্ত পরবর্তী কোন সভায় সংশোধন করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সংশোধন কারী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভার চেয়ে অধিক সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে।

খ) সাধারণ সভার কোন সিদ্ধান্ত সংশোধন, পরিবর্তন কিংবা বাতিল করতে হলে কার্য নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ পূর্বক সাধারণ সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে। অথবা ঐরূপ কোন সিদ্ধান্ত সংশোধন, পরিবর্তন বা রহিত করার জন্য সমিতির নূন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সভাপতির বরাবর লিখিত আবেদনের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন। ঐরূপ লিখিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সাধারণ সভা আহ্বান করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সভায় উপস্থিত মোট সদস্যের চেয়ে অধিক সংখ্যক সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট না দিলে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তটি সংশোধন পরিবর্তন বা বাতিল করা যাবে না এবং পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল ও বলবৎ থাকবে।

৩১। সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট দান পদ্ধতি ঃ

ক) সভার কোন আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে উপস্থিত সদস্যগণ দ্বিমত পোষণ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

খ) কোন বিষয়ে সদস্যদের ভোট সংখ্যা সমান হলে সভাপতি কাষ্টিং ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

-ঃ সপ্তম অধ্যায় ঃ-

সমিতির আয়-ব্যয় ও আর্থিক বিষয়াবলী

৩২। সমিতির আয়ের উৎস ঃ
ক) সদস্য ভর্তি ফি,
খ) সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদা,
গ) ওকালত নামা বিক্রি,
ঘ) জামানতনামা ফরম বিক্রি,
ঙ) সহি মোহর ফরম বিক্রি,
চ) নিষেধাজ্ঞা ফরম বিক্রি,
ছ) বার পেপার বিক্রি,
জ) নমিনেশন ফরম বিক্রি,
ঝ) সই মোহর নকলের দরখাস্তে সমিতির সীল ফি,
ঞ) ঘর ভাড়া/জায়গা ভাড়া/ টেক্সার ভাড়া/ ভেন্ডার ও টাইপিষ্ট- থেকে ভাড়া,
ট) শালিশি ফি,
ঠ) দান ও অনুদান,
ড) সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে অন্য কোন খাত থেকে।
ঢ) সকল খাত সমূহের হার সর্বদা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩৩। সমিতির অনুমোদিত ব্যয়ের খাত ঃ
ক) সমিতির কর্মচারীদের বেতন ভাতা
খ) আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত
গ) সমিতির ভবন ও আনুষাঙ্গিক নির্মান ও মেরামত
ঘ) টেলিফোন বিল
ঙ) বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় ও বিল
চ) পানির বিল
ছ) খাজনা ও কর
জ) বার্ষিক ভোজ ও অভিষেক
ঝ) আপ্যায়ন
ঞ) আইন বই খরিদ
ট) অনুদান ও বৃত্তি প্রদান
ঠ) নির্বাচনী খরচ (নির্বাচন উপ-পরিষদের সম্মানী সহ)
ড) ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠান
ঢ) যাতায়াত
ত) অডিট ফি ও অডিট খরচ
থ) সংবর্ধনা ব্যয়
দ) আপদ কালীন ব্যয়
ধ) ছাপা খরচ
ন) বিভিন্ন প্রকার ষ্টেশনারী ও কাঁচের মালামাল ক্রয়
প) ডাক ফটোকপি
ফ) বৃত্তি
ব) সভাপতির অনুদান
ভ) বিবিধ
ম) সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত ক্রমে অন্য যে কোন খাতে।

৩৪। সমিতির বিভিন্ন তহবিল ঃ

ক) আইনজীবী কল্যাণ তহবিল ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল" নামে একটি তহবিল থাকবে এবং এই তহবিল এতদ উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং সাধারণ সভায় অনুমোদিত "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা" দ্বারা পরিচালিত হবে। এই তহবিলের পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে।

খ) সমিতির স্থায়ী তহবিল ঃ

অত্র সমিতির একটি স্থায়ী তহবিল থাকবে। প্রতি বছর সমিতির মোট আয় থেকে ২% (দুই শতাংশ) সমিতির স্থায়ী তহবিলে জমা হবে এবং এই তহবিলের জন্য পৃথক একটি ব্যাংক হিসাব থাকবে। সমিতির স্থায়ী তহবিলের টাকা সমিতির জরুরী অবস্থায় প্রকট আর্থিক সংকট সাময়িকভাবে মোকাবেলার জন্য সমিতির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় উঠানো যাবে না। আর্থিক সংকট কেটে গেলে স্থায়ী তহবিল থেকে উঠানো টাকা পর্যায়ক্রমে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) আপদ কালীন তহবিল ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যদের অসুস্থ্য অবস্থায় আর্থিক সাহায্য তথা আর্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে "আপদকালীন তহবিল" নামে একটি তহবিল থাকবে। এই তহবিলের পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে। "আপদ কালীন তহবিল" এতদ উদ্দেশ্যে প্রণীত ও সাধারণ সভায় অনুমোদিত "আপদ কালীন তহবিল বিধিমালা" দ্বারা পরিচালিত হবে।

ঘ) আইনজীবী তহবিল ঃ

সমিতির বার পেপার হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা আইনজীবী তহবিল গঠিত হবে। উক্ত তহবিলের জন্য একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে। যাহা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই তহবিলের সমস্ত টাকা পরবর্তী বছরের ৭ই জানুয়ারী তারিখের মধ্যে সমিতির নিয়মিত সদস্যগণের মধ্যে সমহারে বন্টন করতে হবে।

ঙ) **আইনজীবী বেনাভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড ঃ** ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতিতে ৪০ (চল্লিশ) উর্ধ্ব বয়সে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আইনজীবী বেনাভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড নামে একটি তহবিল থাকবে। এ তহবিল এতদ্ উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং সাধারণ সভায় অনুমোদিত "আইনজীবী বেনাভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড বিধিমালা" দ্বারা পরিচালিত হবে। এ তহবিলের একটা পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে।

৩৫। সমিতির বার্ষিক বাজেট ঃ

ক) সমিতির আয়ের সাথে সংগতি রেখে কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক বাজেট প্রণীত হবে।

খ) বার্ষিক বাজেট প্রণয়নকালে প্রস্থাবিত আয়ের ২% (দুই শতাংশ) সমিতির স্থায়ী তহবিলের জন্য, ৫% (পাঁচশতাংশ) আইনজীবী কল্যাণ তহবিল ও আইনজীবী বেনাভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর জন্য (আনুপাতিক হারে) এবং ২% (দুই শতাংশ) পরবর্তী পরিষদের প্রারম্ভিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্ধারিত রেখে বাকী ৯১% (একানব্বই শতাংশ) প্রস্তাবিত আয় দ্বারা সমিতির যাবতীয় প্রস্তাবিত ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা সম্বলিত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত আয়ের চাইতে প্রকৃত আয় কম হলে প্রকৃত আয়ের ৯১% (একানব্বই শতাংশ) এর মধ্যে সমিতির যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজন মত বার্ষিক বাজেট সংশোধন করতে হবে।

ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদের প্রথম ৬ (ছয়) মাসে সমিতির আয় আশানুরূপ না হলে কার্য নির্বাহী পরিষদ প্রথম ৬ (ছয়) মাসের সাথে সংগতি রেখে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ কর্তন পূর্বক সংশোধিত বাজেট প্রস্তুত করে তদানুসারে সমিতির ব্যয় নির্বাহ করবে।

ঙ) বাজেটে বরাদ্দকৃত এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। তবে সমিতির বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে বাজেটে বরাদ্দকৃত এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা যেতে পারে।

চ) সাধারণ সম্পাদক বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।

৩৬। সাধারণ সম্পাদকের আর্থিক এখতিয়ার ঃ

ক) সাধারণ সম্পাদক অনুমোদিত বাজেটের আওতায় কর্মচারীদের বেতন ব্যতীত অন্য কোন খাতে এক কালীন ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। তদুর্ধ্বে ব্যয় করতে হলে কার্য নির্বাহী পরিষদের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

খ) সাধারণ সম্পাদক বা অপ্রত্যাশিত খাতে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বাধিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক নিজ হাতে বা সমিতির ক্যাশে নগদ এককালীন সর্বাধিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার উর্ধ্বের সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যাংক হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

৩৭। কার্য নির্বাহী পরিষদের আর্থিক এখতিয়ার ঃ

ক) কার্য নির্বাহী পরিষদ অত্যাবশক মনে করলে এবং সমিতির তহবিল সংকুলান হলে বাজেট অনুমোদিত খাতে বরাদ্দের ১০% (দশ শতাংশ) অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করতে পারবে।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদ অন-অনুমোদিত খাতে বা অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য সর্বাধিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দিতে পারবে। তবে তদাধিক ব্যয় করতে হলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত আবশ্যক হবে।

৩৮। সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ ঃ

ক) সমিতির হিসাব নিরীক্ষণের জন্য প্রত্যেক কার্য নির্বাহী পরিষদ তার কার্যকালের জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যে সদস্যদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন ১ (এক) জন অডিটর এবং ২ ((দুই) জন সহকারী অডিটর নিয়োগ করবে এবং তাদের সম্মানী নির্ধারন করবে।

খ) নিয়োজিত অডিটরগণ ১ (এক) বছর মেয়াদ কালের সমিতির যাবতীয় আয় ও ব্যয়, সমিতির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পূর্নাঙ্গ বিবরণ, সমিতির আসবাব পত্র ও বই পুস্তকের বিবরণ এবং সমিতির যাবতীয় সম্পদের বিবরণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশ সহ প্রতিবেদন তৈরী করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

গ) অডিট প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়ে অবশ্যই সুস্পষ্ট মতামত অন্তরভুক্ত থাকতে হবে। অন্যথায় অডিট প্রতিবেদনটি গ্রহনযোগ্য হবে না।

১) সমিতির অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে কি না?

২) বাজেটের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়ে থাকলে তৎ প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছিল কি না?

৩) কোন কোন খাতে এবং কত শতাংশ বাজেটের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং এই অতিরিক্ত ব্যয়ের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারন করা।

৪) বাজেটে প্রস্তাবিত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা।

৫) সংশ্লিষ্ট সময়ে সমিতিতে কোন আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে দায় দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক অনিয়ম প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

৬) সমিতির অর্থের কোন অপচয় হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অপচয় বন্ধের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা।

৭) কার্য নির্বাহী পরিষদের বা সমিতির কোন সদস্যের অবহেলার কারণে সমিতির কোন আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে ভবিষ্যতে ক্ষতি এড়ানোর প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

৮) সমিতির সকল রেজিষ্টার এবং রেকর্ড পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত রয়েছে কি না? এতদ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

৯) সমিতির আসবাবপত্র, বই পুস্তক ইত্যাদি যথার্থভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না ? এবং হিসাব সঠিক আছে কি না ?

১০) সমিতির সকল তহবিল সমূহ এবং ব্যাংক হিসাব সমূহ বছরান্তে চূড়ান্ত হিসাব বিবরণী প্রস্তুত পূর্বক ঐগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না? তা যাচাই করা।

ঘ) সাধারণ সভা অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে গ্রহণযোগ্য মনে করলে তা গ্রহণ করবে এবং প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য না হলে তা বাতিল করে পুনরায় নতুন অডিটর দ্বারা অডিট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ঙ) নিয়োজিত অডিটরগণ কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট প্রতিবেদন দাখিল না করলে কিংবা দায়িত্ব পালনে লিখিতভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কার্য নির্বাহী পরিষদ তাদের বা তার স্থলে অন্য অডিটর নিয়োগ করতে পারবে।

-ঃ অষ্টম অধ্যায় ঃ-

সমিতির সদস্যগণের শৃংখলা বিধি ঃ

৩৯। সমিতির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং আইন পেশায় মনোরম পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যগণকে অবশ্যই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে চলতে হবে ঃ

ক) কোন সদস্য অন্য কোন সদস্যের পেশাগত কাজে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবেন না।

খ) কোন মোয়াক্কেল তার নিয়োজিত আইনজীবীর সম্মতি না নিয়ে অন্য কোন আইনজীবী নিয়োগ করতে চাইলে পূর্বে নিয়োজিত আইনজীবীর প্রাপ্য ফি পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন আইনজীবী ঐ মোকদ্দমায় আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না। তবে একজন মোয়াক্কেল একই মোকদ্দমায় একাধিক আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন।

গ) প্রথম নিয়োজিত আইনজীবীর সম্মতি না নিয়ে অন্য কোন আইনজীবী কোন মোকদ্দমায় নিস্পত্তির দরখাস্ত, দলিল পত্র বা টাকা তোলার দরখাস্ত, সইমোহর নকলের দরখাস্ত কিংবা আসামীর জামানত নামা প্রদান ইত্যাদি কোন কিছুই করতে পারবেন না।

ঘ) কোন সদস্য পূর্বোক্ত ক-গ উপধারা সমূহে বর্ণিত কোন কাজ করলে তা ঐ সদস্যের পেশাগত অসদাচরণ রূপে গণ্য হবে। ভিজিল্যান্স কমিটি এরূপ কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হলে গঠনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এই বিধি অনুসারে ঐ সদস্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতির বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত রূপ কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহুত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করতে পারবেন না।

চ) কোন সদস্য কোন মোয়াক্কেলের নিকট থেকে ফি গ্রহণ করে ঐ মোয়াক্কেলের কাজ না করার কিংবা অহেতুক বিলম্ব করে মোয়াক্কেলকে হয়রানী করার কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে ঐরূপ পেশাগত অসদাচরনের জন্য ভিজিল্যান্স কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে অত্র বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ছ) সদস্যগণের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

১) কোন মোয়াক্কেল অত্র সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে পেশাগত অসদাচরন কিংবা আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে সমিতির সভাপতি বরাবরে লিখিত আবেদন করতে পারবেন। ঐরূপ কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হলে সভাপতি তাৎক্ষনিক বিষয়টি তদন্তের জন্য আইনজীবী ভিজিল্যান্স কমিটিতে প্রেরণ করবেন। আইনজীবী ভিজিল্যান্স কমিটির আহ্বায়ক সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ পূর্বক ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে সভাপতি বরাবরে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

ভিজিল্যান্স কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট দিতে না পারলে মেয়াদ অতিক্রান্তের পর সভাপতি এককভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২) সংশ্লিষ্ট সদস্যের কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হলে কিংবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে প্রথমবার "সতর্কীকরণ" পত্র প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে একই সদস্যের ক্ষেত্রে একইরূপ অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার নিকট থেকে সদাচরণের মুচলিকা গ্রহণ করা হবে।

৩) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে (উপযুক্ত ফি ব্যতীত) আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য ছ (২) উপধারায় বর্ণিত শাস্তির অতিরিক্ত শাস্তি হিসাবে আর্থিক অনিয়ম প্রমাণিত অর্থ সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর বরাবরে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

৪) পরবর্তীকালে একই আইনজীবীর বিরুদ্ধে একই ধরণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সমিতির সভাপতি সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্য পদ ৩ (তিন) মাস সময়ের জন্য স্থগিত রাখবেন এবং বিষয়টি পরবর্তী সাধারণ সভায় সদস্যগণকে অবহিত করবেন।

৫) একই সদস্যের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত রূপ অর্থাৎ ছ (৪) উপধারার সাজা ভোগের পরও একই ধরনের অভিযোগ পূর্নবার প্রমাণিত হলে সমিতির সভাপতি সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত পূর্বক তার আইনজীবী সনদ বাতিল করার জন্য পূর্নাঙ্গ বিবরণ সহ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে চিঠি / অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

জ) এজলাস কক্ষে তথা বিচার অঙ্গনে সিনিয়র আইনজীবীগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সামনের আসন ছেড়ে দিতে হবে। কোন সদস্য এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটালে তার বিরুদ্ধে আইনজীবী ভিজিল্যান্স কমিটি ০৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান পূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হলে-

১) প্রথমবার- উক্ত সদস্যকে সদাচারণের মুচলিকা প্রদান করতে হবে।

২) দ্বিতীয়বার- সমিতির সভাপতি সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করতে পারবেন এবং বিষয়টি সাধারণ সভায় অবহিত করবেন।

৩) তৃতীয়বার- সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত পূর্বক তার আইনজীবী সনদ বাতিল করার জন্য সমিতির সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্নাঙ্গ বিবরণ সহ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে চিঠি / অভিযোগ প্রেরণ করবেন।

ঝ) প্রত্যেক আইনজীবী অবশ্যই তার নিজ নিজ করণিকদের আইন শৃংখলা রক্ষা, লাইসেন্স নবায়ন এবং সমিতির যাবতীয় নিয়ম কানুন যথাযথভাবে অনুসরন করার নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

ঞ) অত্র সমিতিতে অনুষ্ঠেয় যে কোন সভায় ঐ সভার সভাপতির অনুমতি ছাড়া কোন সদস্য কোন প্রকার বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না। বক্তৃতারত কোন সদস্যের বক্তৃতার মধ্যে অন্য কোন সদস্য বক্তব্য দিলে কিংবা দেয়ার চেষ্টা করলে ঐ সদস্যের কোন বক্তব্যই রেজুলেশনে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না এবং তাহাকে সংশ্লিষ্ট সভায় আর কোন বক্তব্য প্রদান করতে দেয়া হবে না।

৪০। সদস্যদের শৃংখলা রক্ষার নীতিমালা ঃ

নিম্নলিখিত যে কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে সমিতির কোন সদস্যের সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবেন-

ক) কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হলে।

খ) আইন পেশার নৈতিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে।

গ) সমিতির সম্পত্তি, পাওনা টাকা বা পাঠাগারের বই আত্মসাৎ করলে।

ঘ) সমিতির স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে।

ঙ) সমিতির কোন নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গ করলে।

চ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত অমান্য করলে।

ছ) পাঠাগার সম্পাদক কর্তৃক নোটিশ প্রদানের ৩ (তিন) দিনের মধ্যে সমিতির বই ফেরত না দিলে।

জ) সমিতির সদস্যপদ প্রাপ্তির পর কোন চাকুরীতে যোগদান করলে।

ঝ) কোন মোয়াক্কেলের সাথে দেনা-পাওনা নিয়ে বির্তক সৃষ্টি করে কাউকে অহেতুক হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্থ করলে।

ঞ) কোন মামলার ফলাফল কোন পক্ষের অনুকূলে এনে দেয়ার কথা বলে বিচারকের নাম ভাঙ্গিয়ে কারো কাছ থেকে কোন টাকা বা অন্য কিছু গ্রহণ করলে।

ট) সমিতির অন্যকোন সদস্যের সাথে দূর্ব্যবহার বা অসদাচরণ করলে।

ঠ) আদালতে কোন সদস্যের প্রতি অশালীন বা আক্রমনাত্মক ভাষা ব্যবহার করলে।

ড) সমিতির ভবনে কোন সদস্যের সাথে অযথা বাক বিতন্ডা বা কোলাহল সৃষ্টি করে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করলে।

ঢ) সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল নিয়া কোন প্রকার বিরোধ সৃষ্টি করলে।

ণ) কোন প্রকার অশালীন কথাবার্তা বলে কিংবা কোন অশোভন আচরণ করে সমিতির কোন সদস্যের বা সমিতির মান মর্যাদা ক্ষুন্ন করলে।

ত) সমিতির পাঠাগার সংক্রান্ত নীতিমালা ভঙ্গঁ করলে।

থ) সমিতির কোন কর্মচারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করলে কিংবা জাত-ধর্ম-বর্ণ ও জন্ম নিয়া অযথা নোংরা গালাগাল দিলে।

দ) সমিতির বিক্রয়যোগ্য কাগজ সমূহ কোন সদস্য জোড় পূর্বক বাকীতে ক্রয় করতে চাইলে।

৪১। ক) কোন সদস্য ৪০ ধারার কোন অপরাধ করেছে মর্মে কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতীয়মান হলে কিংবা অভিযোগ প্রাপ্ত হলে কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন।

খ) সংশ্লিষ্ট সদস্য নোটিশ গ্রহণ না করলে কিংবা নোটিশ গ্রহণ করে যথাসময়ে জবাব না দিলে অথবা প্রদত্ত জবাব সন্তোষ জনক না হলে কার্য নির্বাহী পরিষদ ঐ সদস্যের লঘু অপরাধের জন্য সদাচারণের মুচলিকা গ্রহণ করতে পারেন কিংবা উপযুক্ত মনে করলে তার সদস্যপদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত স্থগিত করতে পারবেন অথবা গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে সদস্যপদ স্থগিত পূর্বক সংশ্লিষ্ট সদস্যের আইনজীবী সনদ বাতিলের জন্য সুপারিশ সহ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে চিঠি দেবেন এবং পরবর্তী সাধারণ সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন।

গ) কোন সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল করা হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য ভোলা জেলার আওতাধীন কোন আদালত সমূহে আইনজীবী হিসেবে কোন প্রকার কাজ করতে পারবেন না।

ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার জন্য সমিতির সভাপতির মাধ্যমে সাধারণ সভায় আপীল করতে পারবেন। সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে বিষয়টি পূনর্বিবেচনা করা যাবে এবং সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

ঙ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য কথায় বা কাজে পরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করলে অথবা পরিষদের কাজে কোন প্রকার ব্যাঘাত করলে কিংবা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অসহযোগিতা করলে কার্য নির্বাহী পরিষদ তার সদস্যপদ স্থগিত করে দিতে পারবেন এবং সুস্পষ্ট মতামত সহ তার সদস্য পদ চূড়ান্তভাবে স্থগিত করা সহ আইনজীবী সনদ বাতিলের জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে চিঠি প্রেরণের অনুমোদনের জন্য বিষয়টি সাধারণ সভায় উত্থাপন করবেন।

নবম অধ্যায়

সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কার্য নির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন ঃ

৪২। ক) নিম্নোক্ত যে কোন কারণে সমিতির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করা যাবে-

১) গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করলে।

২) সমিতি বা সমিতির সদস্যদের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করলে।

৩) সাধারণ সভা ও কার্য নির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত সমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে।

৪) সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে।

৫) ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ভাবে কোন কাজ করলে অথবা কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা মূলক কাজ করলে।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদ সামগ্রীকভাবে অযোগ্য মর্মে বিবেচিত হলে অথবা এর দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে।

গ) উপরোক্ত যে কোন কারণে সমিতির নূন্যতম এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সভাপতির ক্ষেত্রে ১ম সহ সভাপতি বরাবরে এবং সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে সভাপতির বরাবরে দরখাস্ত দিয়া অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের আবেদন করতে পারবেন।

ঘ) পূর্বোক্তরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাবের আবেদন করা হলে সভাপতি/ ১ম সহ সভাপতি ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি তলবী সভা আহ্বান করবেন।

ঙ) ঐরূপ সভায় নূন্যতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থনে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হবে। তবে সভাপতির বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য আহুত সভায় সমিতির সহ সভাপতি ঐ সভার সভাপতিত্ব করবেন।

৪৩। ক) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য লিখিতভাবে অথবা পরিষদ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় ঐরূপ অনাস্থা প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নূন্যতম ৯ (নয়) জন সদস্য উপস্থিত ও সম্মতি থাকতে হবে।

গ) এইরূপ অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য তা বিশেষ সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে এবং সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

দশম অধ্যায়

কার্যনির্বাহী পরিষদ ও উপ-পরিষদের পদ শূন্য হওয়া এবং শূন্য পদ পূরণ করা ঃ

৪৪। নিম্ন বর্ণিত কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদ বা উপ-পরিষদ সমূহের সদস্যের সদস্য পদ শূন্য হবে–

ক) সংশ্লিষ্ট সদস্য মৃত্যবরণ করলে।

খ) পদত্যাগ করলে।

গ) অপসারণ করা হলে।

ঘ) কার্য নির্বাহী পরিষদের পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিত কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে।

৪৫। ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্য উপযুক্ত কারণ উল্লেখ্য পূর্বক নিম্নলিখিতভাবে পদত্যাগ করতে পারবেন-

১) সভাপতির ক্ষেত্রে ১ম সহ সভাপতি এবং অন্যান্য কর্মকর্তা / সদস্যগণ সভাপতিকে সম্বোধন করে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন।

২) পদত্যাগ পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে কার্য নির্বাহী পরিষদ ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৪৬। শূণ্য পদের দায়িত্ব নিম্নরূপ ভাবে অর্পিত হবে-

ক) সভাপতির ক্ষেত্রে ১ম সভাপতি।

খ) ১ম সহ-সভাপতির ক্ষেত্রে অপর সহ সভাপতি।

গ) সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে ১ম সহ সাধারণ সম্পাদক।

ঘ) ১ম সহ সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে অপর সহ সাধারণ সম্পাদক।

ঙ) অর্থ সম্পাদকের ক্ষেত্রে ১ম সহ সাধারণ সম্পাদক।

চ) পাঠাগার সম্পাদকের ক্ষেত্রে অপর পাঠাগার সম্পাদক।

ছ) ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদকের ক্ষেত্রে পদ শূণ্য হলে কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে যে কোন একজন নির্বাচিত সদস্য ঐ পদের দায়িত্ব পালন করবেন।

জ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের পদ শূণ্য হলে কার্য নির্বাহী পরিষদ সর্ব সম্মতভাবে সমিতির একজন সদস্যকে কো-অপট-(অঙ্গীভূত) করে ঐ শূণ্য পদ পূরণ করবেন।

৪৭। ক) উপ-পরিষদ সমূহের কোন আহ্বায়ক বা কোন সদস্য দায়িত্ব পালন না করলে কার্য নির্বাহী পরিষদ সংশ্লিষ্ট আহ্বায়ক বা সদস্য-কে অব্যহতি প্রদান করে তদস্থলে সমিতির অন্য কোন সদস্যকে নিয়োগ করবেন।

খ) কোন উপ পরিষদ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে কার্য নির্বাহী পরিষদ তা বাতিল করে নতুন উপ পরিষদ গঠন করতে পারবেন।

একাদশ অধ্যায়

সমিতির কর্মচারী নিয়োগ, অপসারণ, কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও শৃংখলা রক্ষার নিয়মাবলী ঃ

৪৮। ক) সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ ১৮ (আঠার) জন কর্মচারী থাকবে-

১) করণিক - ০৪ (চার) জন।
২) লাইব্রেরীয়ান - ০১ (এক) জন।
৩) ইমাম - ০১ (এক) জন।
৪) পিয়ন - ০৮ (আট) জন।
৫) নৈশ প্রহরী - ০৩ (তিন) জন।
৬) পরিচ্ছন্নতা কর্মী - ০১ (এক) জন।

খ) কর্মচারীদের নিম্নরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে-

১) করণিক ও লাইব্রেরীয়ানের ক্ষেত্রে নূন্যতম এইচ,এস,সি বা সমমান পাশ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

২) পিয়নের ক্ষেত্রে নূন্যতম এস,এস,সি বা সমমান পাশ।

৩) নৈশ প্রহরীর ক্ষেত্রে নূন্যতম পঞ্চম শ্রেণী বা সমমান পাশ।

তবে এই বিধি পূর্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

৪৯। ক) কর্মচারীদের বেতনক্রম ঃ

১) সমিতির কর্মচারীগণ সমিতির প্রবর্তিত পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন পাবে যা নিচে ছক আকারে প্রদর্শিত আছে। এই ছক নতুন নিয়োগ (২০১৯ইং সনের পরে) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে বিদ্যমান কর্মচারীগণ পূর্ব নির্ধারিত হারে বেতন পাবে। সেই ক্ষেত্রে নতুন স্কেল হারে কোন কর্মচারীর সর্বোচ্চ বেতন সীমা অতিক্রম করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বেতন আর বৃদ্ধি পাবে না। বিদ্যমান কর্মচারীগণ নতুন স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হলে কার্যকরী কমিটির অনুমোদনক্রমে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক বিদ্যমান কর্মচারী ও ২০১৯ইং সনের পরে নিয়োগ প্রাপ্ত সহ সকল কর্মচারীগণের বেতন ভাতাদি প্রতি বছর সমন্বয় করবেন।

পদবী-অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক স্কেল (৯,০০০/- ১৮,০০০/-) ঃ

০-০৭ বছর ৯,০০০/- + ২০০/- + চিকিৎসা ভাতা-৩০০/-
০৮-১৪ বছর ১০,৪০০/- + ২৫০/- + চিকিৎসা ভাতা-৩০০/-
১৫-২১ বছর ১২,১৫০/- + ৩০০/- + চিকিৎসা ভাতা-৩০০/-
২২-২৮ বছর ১৪,২৫০/- + ৫৩৫/- + চিকিৎসা ভাতা-৩০০/-

পদবী-পিয়ন স্কেল (৬,০০০/- ১৩,০০০/-) ঃ

০-০৭ বছর ৬,০০০/- + ২১০/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-
০৮-১৪ বছর ৬,৭০০/- + ২০০/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-
১৫-২১ বছর ৮,১০০/- + ৩০০/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-
২২-২৮ বছর ১০,২০০/- + ৪০০/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-

পদবী-নৈশ প্রহরী/পরিচ্ছন্ন কর্মী স্কেল (৫,৫০০/- ১১,০০০/-) ঃ

০-০৭ বছর ৫,৫০০/- + ৭৫/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-
০৮-১৪ বছর ৬,০২৫/- + ১৫০/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-
১৫-২১ বছর ৭,০৭৫/- + ২৫০/- + চিকিৎসা ভাতা-২০০/-

খ) কর্মচারীদের অন্যান্য আর্থিক সুবিধা ঃ

১) মুসলমান কর্মচারীগণ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে এবং হিন্দু কর্মচারীগণ দূর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষ্যে (অন্যান্য ভাতাদি ব্যতীত) মূল বেতনের ১০০% (শতভাগ) উৎসব ভাতা পাবে।

গ) কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড ঃ

১) সমিতির চাকরী স্থায়ী করন হতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদনক্রমে কর্মচারীগণ প্রভিডেন্ড ফান্ড সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

২) প্রত্যেক কর্মচারীদের মোট মাসিক বেতন থেকে ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে "প্রভিডেন্ড ফান্ড কন্ট্রিবিউশন" হিসাবে কর্তন পূর্বক কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা হবে এবং সমিতির সাধারণ তহবিল থেকে সম পরিমাণ অর্থ কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ডে সমিতির কন্ট্রিবিউশন হিসেবে প্রদান করা হবে।

৩) কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা "কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড" নামে সমিতির একটি পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা থাকবে।

৪) সমিতির কোন কর্মচারী চাকরী থেকে ইস্তফা দিলে অথবা চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করলে তার প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু কোন কর্মচারীকে অপসারণ করা হলে সেই কর্মচারী এই সুবিধা পাবে না অর্থাৎ সে প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা পাবে না এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রভিডেন্ড ফান্ডে গচ্ছিত টাকা সমিতির সাধারণ তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৫) সাধারণ সম্পাদক উপযুক্ত মনে করলে সভাপতির সম্মতিক্রমে সমিতির কোন কর্মচারীকে বিশেষ প্রয়োজনে মাসিক বেতন থেকে ১২ (বার) কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে প্রভিডেন্ড ফান্ডে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিজ জমাকৃত টাকার সর্বাধিক ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) টাকা সুদ বিহীন ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারবেন।

৫০। কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও পদাবনতি নিয়মাবলী ঃ

ক) কার্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একটি কর্মচারী নিয়োগ উপ কমিটি গঠন করবেন এবং ঐ নিয়োগ উপ-কমিটি লিখিত / মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদে পেশ করবেন এবং কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সভাপতি উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নিয়োগ পত্র প্রদান করবেন। সাধারণ সভার অনুমোদন ব্যতীত কোন নতুন পদ সৃষ্টি করা যাবে না।

খ) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রয়োজনে যে কোন কর্মচারীকে অত্র সমিতির যে কোন শাখায় কিংবা যে কোন ভবনে বদলি করতে পারবেন।

গ) কার্যকরী পরিষদ উপরোক্ত কারনে কোন কর্মচারীর পদোন্নতি ও পদাবনতি করতে পরবেন।

৫১। কর্মচারীদের বয়স সীমা ঃ

ক) নিয়োগকালে কর্মচারীদের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩০ বছর হতে হবে। তবে কার্য নির্বাহী পরিষদ উপযুক্ত বিবেচনা করলে সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৫ বছর পর্যন্ত শিথিল করতে পারবেন।

খ) সমিতির কর্মচারীগণ ৬০ বছর বয়সে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। তবে কার্য নির্বাহী পরিষদ উপযুক্ত বিবেচনা করলে ৬০ বছরের পর একবারে দুই বছর করে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সম্প্রসারণ করতে পারবেন। তবে ৬৫ বছর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন অবস্থাতেই চুক্তির মেয়াদ সম্প্রসারণ করা যাবে না।

(গ) কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৬০বৎসর অতিক্রান্তের পর সর্বোচ্চ ৫বছর অর্থাৎ ৬১-৬৫ বৎসর পর্যন্ত যে কোন কর্মচারীকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে "কর্মচারী বেতন কাঠামো" প্রযোজ্য হবে না। উক্ত চুক্তি ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যকরী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হবে।

৫২। কর্মচারীদের পদত্যাগ ঃ

ক) সমিতির কোন কর্মচারী পদত্যাগ করতে চাইলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ পূর্বক সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সভাপতি বরাবরে পদত্যাগ পত্র পেশ করবেন।

খ) পদত্যাগ পত্র কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তার দায়-দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক বরাবরে বুঝিয়ে দেবেন এবং সাধারণ সম্পাদক ঐ কর্মচারীর সাথে সমিতির যাবতীয় দেনা-পাওনার নিস্পত্তি করবেন।

৫৩। কর্মচারীদের শৃংখলা রক্ষার নিয়মাবলী ঃ

ক) সমিতির কর্মচারীগণ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) কোন কর্মচারী নিম্নোক্ত কোন কাজ করলে সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশক্রমে কার্য নির্বাহী পরিষদ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১) অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে অথবা দায়িত্ব পালনে কোন ভাবে অবহেলা করলে।

২) সমিতির অর্থ বা অন্য কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করলে।

৩) সমিতির কোন সদস্যের সাথে কোন প্রকার অশোভন আচরন করলে।

৪) সমিতির সম্পত্তি ও স্বার্থ রক্ষার জন্য যথার্থ তৎপরতা গ্রহণ না করলে।

৫) সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করলে।

৬) সমিতির নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গঁ করলে।

৭) নৈতিক স্খলন জনিত কোন কাজ করলে।

৮) কোন কর্মচারী বিনা অনুমতিতে অফিসে অনুপস্থিত থাকলে অথবা ছুটি অনুমোদন ব্যতীত অফিসে অনুপস্থিত থাকলে।

৯) কোন কর্মচারী সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের পূর্বানুমতি ব্যতীত তাহার উপর অর্পিত কাজের দায়িত্ব অন্য কোন কর্মচারীর নিকট হস্তান্তর করলে।

গ) ১) সমিতির কোন কর্মচারী উপরোক্ত কোন কাজ করেছে মর্মে প্রতীয়মান হলে কিংবা অভিযোগ প্রাপ্ত হলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন।

২) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জবাব সন্তোষজনক হলে এবং অপরাধ লঘু মর্মে বিবেচিত হলে সভাপতি ও সম্পাদক তাকে সতর্ক করে দিয়ে অভিযোগের দায় থেকে অব্যহতি প্রদান করতে পারবেন।

৩) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জবাব সন্তোষজনক না হলে অথবা অপরাধ গুরুতর মর্মে বিবেচিত হলে এবং সে কারণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হলে সভাপতি ঐ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে প্রসিডিং স্থাপন সহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় পেশ করবেন।

৪) কার্য নির্বাহী পরিষদ ০১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রসিডিং স্থাপন করা, শাস্তি বিধান করা বা ঐ কর্মচারীকে চাকরী থেকে অপসারণ/ বরখাস্তকরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৫৪। কর্মচারীদের ছুটির নিয়মাবলী ঃ সমিতির কর্মচারীগণ নিম্নরূপ ছুটি ভোগ করবেন ঃ-

ক) সরকারী সকল ছুটি।

খ) বছরে সর্বোচ্চ ১২ (বার) দিন নৈমিত্তিক ছুটি। তবে কোন কর্মচারী একসাথে ০৩ (তিন) দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি নিতে পারবেন না।

গ) প্রত্যেক কর্মচারী বছরে ১৫(পনের) দিন চিকিৎসা ছুটি পাবেন। কোন কর্মচারী গুরুতর অসুস্থ্যতার কারণে আরোগ্য লাভে বিলম্ব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকাকালীন সভাপতির সম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক ০১ (এক) মাসের জন্য স্ব-বেতনে ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে কোন কর্মচারী গুরুতর অসুস্থ্যতার কারণে ০১ (এক) মাসের অধিক ছুটি প্রয়োজন হলে সভাপতি পরবর্তীতে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) মাসের জন্য বিনাবেতনে ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন।

ঘ) সমিতির কাজের স্বার্থে আবশ্যক হলে যে কোন কর্মচারী ছুটির দিনেও সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

আইনজীবী করণিক নিয়োগ, নিবন্ধন, নবায়ন, কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা রক্ষার নিয়মাবলী ঃ

৫৫। আইনজীবী করণিক নিবন্ধন পদ্ধতি ঃ

ক) অত্র সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ অথবা ঐ পরিষদ কর্তৃক গঠিত নূন্যতম ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি "আইনজীবী করণিক ভিজিল্যান্স উপ পরিষদ" আইনজীবী করণিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ হিসেবে আইনজীবী করণিক নিবন্ধন/ নিয়োগের দায়িত্ব পালন করবে।

খ) একজন আইনজীবী একই সাথে সর্বাধিক ৩ (তিন) জন করণিক নিয়োগ / নিয়োগের সুপারিশ করতে পারবেন।

গ) কোন ব্যক্তি আইনজীবী করণিক হিসেবে নিয়োগ লাভ করতে চাইলে তাকে নূন্যতম এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নয় এমন কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই আইনজীবী করণিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

ঘ) কোন ব্যক্তি আইনজীবী করণিক হিসেবে নিবন্ধিত হতে চাইলে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সহ সমিতির সাধারণ সম্পাদক কিংবা আইনজীবী করণিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদের আহ্বায়কের নিকট আবেদন করতে হবে।

১) এস,এস,সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদপত্র।

২) দু'জন বিজ্ঞ আইনজীবী এর নিকট থেকে চরিত্রগত সনদপত্র।

৩) করনিক হিসেবে নিয়োগ করতে ইচ্ছুক সদস্যের প্রত্যয়ন পত্র।

৪) সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী "আইনজীবী সমিতি এবং করণিক সমিতি"- এর যাবতীয় নিয়ম-কানুন মেনে চলতে এবং নিয়োগ সুপারিশকৃত সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর আইন পেশার মান সমুন্নত রেখে সমিতিতে করণিক হিসেবে নিজেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে- মর্মে একখানা হলফনামা সম্পাদন করবেন।

৫) জাতীয়তা বা নাগরিকত্বের প্রমান পত্র।

৬) সদ্য তোলা ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, যা করণিক হিসেবে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশকারী সদস্য কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

৭) এইরূপ কোন আবেদন প্রাপ্ত হলে করণিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর হস্তলেখা এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয় বিবেচনাক্রমে উপযুক্ত মনে করলে দরখাস্তকারীকে আইনজীবী করণিক হিসেবে নিবন্ধিত করার জন্য সমিতির সাধারণ সম্পাদক বরাবরে সুপারিশ করবেন এবং দরখাস্তকারী অনুপযুক্ত বিবেচিত হলে তা বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। এতদসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে আইনজীবী করণিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গন্য হবে।

৮) দরখাস্তকারীর আবেদন অনুমোদিত হলে সাধারণ সম্পাদক দরখাস্তকারীর নিকট থেকে নির্ধারিত ভর্তি ফি গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে তার নাম অর্ন্তভূক্ত করবেন এবং নির্ধারিত ফরমে তাকে করণিক কার্ড প্রদান করবেন।

৯) নিয়োগকারী / নিয়োগে সুপারিশকারী আইনজীবী পরিবর্তন ঃ

কোন আইনজীবী করণিক তার নিয়োগকারী/নিয়োগ সুপারিশকারী আইনজীবী পরিবর্তন করে অন্য আইনজীবীর অধীনে নিবন্ধিত হতে চাইলে তাকে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন পূর্বক পূর্ববর্তী আইনজীবীর সম্মতিপত্র, উত্তম আচরণের সার্টিফিকেট এবং তাকে নিয়োগে ইচ্ছুক নতুন আইনজীবীর সার্টিফিকেট সহ সমিতির সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক এরূপ দরখাস্ত অনুমোদন করলে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার ও অন্যান্য কাগজপত্র সংশোধনক্রমে দরখাস্তকারীকে নতুন আইনজীবীর অধীনে নিবন্ধিত করবেন। কোন আইনজীবীর অধীনে নিবন্ধিত কোন করণিক এই প্রকার ব্যবস্থা ছাড়া অর্থাৎ এভাবে

পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কোন আইনজীবীর সাথে কাজ করতে পারবেন না এবং কোন আইনজীবী অন্য আইনজীবীর অধীনে নিবন্ধিত করণিক দ্বারা নিজের অধীনে কাজ করাতে পারবেন না।

১০) উপরোক্ত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত হওয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমায় আইনজীবী করণিক হিসেবে তদবীর করতে পারবেন না এবং সমিতির নিবন্ধন বিহীন কোন ব্যক্তিকে কোন আইনজীবী তার করণিক হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় ঘটলে আইনজীবী ভিজিল্যান্স কমিটি সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন ।

৫৬। করণিক লাইসেন্স নবায়ন ঃ

ক) অত্র আইনজীবী সমিতিতে নিবন্ধিত প্রত্যেক আইনজীবী করণিককে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে পরবর্তী বছরের করণিক লাইসেন্স নবায়ন করাতে হবে।

খ) কোন আইনজীবী করণিক ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে পরবর্তী বছরের জন্য করণিক লাইসেন্স নবায়ন করাতে ব্যর্থ হলে প্রতিমাসে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি পরিশোধ করে সংশ্লিষ্ট বছরের ৩০ শে মার্চ তারিখের মধ্যে অবশ্যই তার করণিক লাইসেন্স নবায়ন করাতে হবে।

গ) কোন আইনজীবী করণিক কোন বছরের লাইসেন্স সেই বছরের ৩০ শে মার্চ তারিখের মধ্যে নবায়ন না করালে স্বাভাবিক ভাবেই তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট করণিক ঐ তারিখের পর সমিতিতে আইনজীবী করণিক হিসেবে কোন কাজ করতে কিংবা কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার কোন প্রকার তদ্বীর করতে পারবে না।

ঘ) কোন আইনজীবী করণিক ৩০ মার্চ তারিখের মধ্যে তার লাইসেন্স নবায়ন না করালে কোন আইনজীবী তাকে দিয়ে আইনজীবী করণিক হিসেবে কোন কাজ করাতে পারবেন না। এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বিরুদ্ধে আইনজীবী ভিজিল্যান্স কমিটি গঠনতন্ত্রে ১০ (দশ) ধারামতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঙ) কোন আইনজীবী করণিক নির্ধারিত সময়ে তার লাইসেন্স নবায়ন না করিয়ে কিংবা লাইসেন্স বাতিল হওয়া সত্বেও কিংবা লাইসেন্স ব্যতীত আইনজীবী করণিক হিসেবে কোন কাজ করলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে বার লাইব্রেরীতে তার প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন।

চ) কোন আইনজীবী করণিকের লাইসেন্স ৫৭ (গ) ধারা মতে বাতিল হলে ঐ করণিক সম্যক বকেয়া ফি এবং প্রতি মাসে ৭০/- (সত্তর) টাকা হারে জরিমানা অগ্রিম জমা দিয়ে তার করণিক লাইসেন্স পূর্নবহালের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন করতে পারবেন এবং এ বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

ছ) কোন আইনজীবী করণিকের লাইসেন্স ৫৭ (গ) ধারা মতে বাতিল হওয়ার পর ৫৭ (চ) ধারা মতে পূর্নবহাল না হলে ঐ করণিক আর এ সমিতিতে নতুন করে করণিক লাইসেন্স পাওয়ার আবেদন করতে পারবেন না।

৫৭। আইনজীবী করণিকদের শৃংখলা রক্ষা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ

ক) প্রত্যেক আইনজীবী করণিক অবশ্যই তাদের সমিতির সদস্যদের এবং প্রত্যেক মোয়াক্কেলের সাথে সর্বদা উত্তম ও ভদ্র ব্যবহার করবেন।

খ) প্রত্যেক আইনজীবী করণিক অবশ্যই অত্র আইনজীবী সমিতির সকল সদস্যগণের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন।

গ) কোন আইনজীবী করণিকের বিরুদ্ধে কোন আইনজীবী কিংবা অপর কোন আইনজীবী করণিক অথবা কোন মোয়াক্কেল কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি পেশাগত অসদাচরণ, নৈতিক স্খলন জনিত বা অন্য কোন প্রকার অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করলে এবং সংশ্লিষ্ট করণিক ঐরূপ কোন অপরাধ করেছে মর্মে প্রতীয়মান হলে সাধারণ সম্পাদক ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে শুনানীর তারিখ ধার্য করে সংশ্লিষ্ট করণিককে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক ও করণিক ভিজিল্যান্স উপ পরিষদ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের শুনানী ও সাক্ষ্য প্রমানাদি গ্রহণ করে ঐ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ঙ) কোন আইনজীবী করণিক পেশাগত অসদাচরন, দূর্ব্যবহার, নৈতিক স্খলন জনিত অপরাধে দন্ডিত হলে, আইন শৃংখলা ভঙ্গঁ করা কিংবা অন্য যে কোন কারণে ৫৮ (ঘ) ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত হলে করণিক নিবন্ধন পরিষদ সমিতির সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট করণিকের অপরাধের ধরণ ও গুরুত্ব অনুসারে করণিক লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল কিংবা অন্য যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। করণিক নিবন্ধন একবার চুড়ান্তভাবে বাতিল হলে উক্ত করণিক আর নিবন্ধন পাইবেন না। নিবন্ধন পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত মর্মে গন্য হবে।

চ) কোন আইনজীবী করণিক অত্র আইনজীবী সমিতির নিয়ম শৃংখলা ভঙ্গঁ করলে বা গঠনতন্ত্রের পরিপন্থি কোন কাজ করলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট করণিকের লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৫৮। আইনজীবী করণিক সমিতি এবং করণিক কল্যাণ তহবিল ঃ

ক) আইনজীবী করণিকদের স্বার্থ ও শৃংখলা রক্ষার জন্য অত্র আইনজীবী সমিতির আওতায় অত্র সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত একটি আইনজীবী করণিক সমিতি থাকবে।

খ) অত্র আইনজীবী সমিতি থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রত্যেক আইনজীবী করণিককে বাধ্যতামূলক ভাবে অনুমোদিত আইনজীবী করণিক সমিতির সদস্যভূক্ত হতে হবে।

গ) আইনজীবী করণিক সমিতি এবং এর কার্য নির্বাহী পরিষদের যাবতীয় কার্যক্রম আইনজীবী সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র (আইনজীবী করণিক সমিতির গঠনতন্ত্র) দ্বারা পরিচালিত হবে।

ঘ) আইনজীবী করণিক সমিতি তার সদস্যভূক্ত করণিকদের আইন শৃংখলা রক্ষা এবং যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়ন সহ আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহের যথাযথ প্রয়োগ ও অনুসরণ নিশ্চিত করবে।

ঙ) আইনজীবী করণিক সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ আইনজীবী সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহ প্রয়োগ ও পালন না করলে অথবা প্রচলিত বিধি বিধানের পরিপন্থি কাজ করেছে মর্মে প্রতীয়মান হলে কিংবা সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আইনজীবী করণিক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হলে বা কার্য নির্বাহী পরিষদ অথবা তার কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে করণিক সমিতির নূন্যতম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে অথবা করণিক সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ আইনজীবী সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত পালন না করলে আইনজীবী সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে অত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী করণিক সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করে দিতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে বিলুপ্ত ঘোষিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে এডহক কমিটির নিকট দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। ব্যর্থতায় এডহক কমিটি স্বাভাবিকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। এডহক কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আইনজীবী করণিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

চ) আইনজীবী করণিক সমিতির সদস্যগণের আর্থিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে আইনজীবী করণিক কল্যাণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে। আইনজীবী সমিতির কার্য নির্বাহ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিধিমালা দ্বারা আইনজীবী করণিক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হবে।

ছ) আইনজীবী সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের পক্ষে সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় আইনজীবী করণিক সমিতির সকল তহবিলের হিসাব নিকাশ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন করার অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

জ) আইনজীবী করণিক সমিতির ব্যাংকের সাধারণ হিসাব, আপদকালীণ হিসাব এবং করণিক কল্যাণ তহবিলের হিসাব করণিক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক কিংবা করণিক ভিজিল্যান্স উপ-পরিষদের আহ্বায়কের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমিতির রেজিষ্টার ও রেকর্ডপত্র

৫৯। সমিতির অফিসে নিম্নোক্ত রেজিষ্টার ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত হবে ঃ

ক) ক্যাশ বই।

খ) লগ বই।

গ) আয়ের হিসাব রেজিষ্টার।

ঘ) ব্যয়ের হিসাব রেজিষ্টার।

ঙ) সদস্য রেজিষ্টার।

চ) কল্যাণ তহবিল সদস্য রেজিষ্টার।

ছ) কল্যাণ তহবিল ক্যাশ বই।

জ) আইনজীবী করণিক রেজিষ্টার।

ঝ) সদস্যগণের চাঁদা আদায়ের রেজিষ্টার।

ঞ) ওকালতনামার কমিশনের রেজিষ্টার।

ট) আইনজীবী করণিকদের নবায়ন ফি আদায়ের রেজিষ্টার।

ঠ) চিঠি প্রাপ্তি রেজিষ্টার।

ড) চিঠি ইস্যু রেজিষ্টার।

ঢ) চিঠি পত্রের ফাইল।

ণ) সদস্য তালিকাভূক্তির দরখাস্তের ফাইল ও কল্যাণ তহবিল তালিকাভূক্তির দরখাস্তের ফাইল।

ত) আইনজীবী করণিকের লাইসেন্সের দরখাস্তের ফাইল।

থ) ভাউচার ফাইল।

দ) আইন বই রেজিষ্টার।

ধ) আসবাবপত্রের রেজিষ্টার ও টেলিফোন কল রেজিষ্টার।

ন) রেজুলেশন বই।

প) নোটিশ বই।

ফ) সমিতির সকল স্থাবর সম্পত্তির দলিলপত্র, খতিয়ান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ ফাইল।

ব) সমিতির সকল বিক্রয়যোগ্য কাগজপত্রের আগমন ও নির্গমন রেজিষ্টার।

ভ) সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নিকট যখন যেরূপ প্রয়োজন হবে সেই প্রকার রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে পারবেন।

ম) সমিতির সকল রেজিষ্টার সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যয়নযুক্ত হতে হবে। নতুবা ঐ রেজিষ্টার সমিতির রেজিষ্টার হিসাবে গণ্য করা হবে না।

য়) কর্মচারীদের পৃথক পৃথক ফাইল।

র) বেনাভোলেন্ট ফান্ড সদস্য ফাইল ও রেজিষ্টার।

ল) বার পেপার রেজিষ্টার।

চতুর্দশ অধ্যায়

সমিতির পাঠাগারের বই ও টেলিফোন মোবাইল বিল সংক্রান্ত নিয়ামাবলী ঃ

৬০। ক) সমিতির কোন সদ্য পাঠাগার থেকে বই নিতে চাইলে অবশ্যই নির্ধারিত রেজিষ্টারে লিখিত পূর্বক স্বাক্ষর করতে হবে। রেজিষ্টারে স্বাক্ষর না করলে করণিক / লাইব্রেরীয়ান বই দিতে অস্বীকার করতে পারবেন।

খ) কোন সদস্যই সমিতির কোন বই বাসায় নিতে পারবেন না।

গ) পাঠাগার থেকে নেওয়া বই অবশ্যই ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

ঘ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বই আদালতে দাখিল করা হলে আদালতের নাম ও মামলা নম্বর পাঠাগার রেজিষ্টারে উল্লেখ করতে হবে।

ঙ) কোন সদস্যের নিকট সমিতির কোন বই ৭ (সাত) দিনের বেশী সময় পর্যন্ত থাকলে এবং পাঠাগার সম্পাদকের প্রদত্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বই জমা না দিলে প্রতিটি বইয়ের জন্য প্রথম ১৫ (পনের) দিন দৈনিক ৫/-(পাঁচ) টাকা হারে এবং পরবর্তী প্রতি দিনের জন্য দৈনিক ১০ (দশ) টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হবে।

চ) ৬১ (ঙ) ধারা মতে নোটিশ দিয়ে বই ফেরত না পেলে সমিতির পাঠাগার সম্পাদক বিষয়টি সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করবেন। সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সদস্যকে জরিমানা সহ বই ফেরত দেওয়ার জন্য ৩ (তিন) দিনের নোটিশ প্রদান করবেন। ঐ সময়ের মধ্যে কোন সদস্য জরিমানা সহ বই ফেরত না দিলে সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট বই বা বই সমূহের মূল্য অথবা বই নেওয়ার অষ্টম দিন থেকে জরিমানা ধার্য করতঃ সংশ্লিষ্ট সদস্যের ওকালতনামার কমিশন থেকে আইনজীবী তহবিল থেকে ঐ টাকা আদায় করে সমিতির সাধারণ তহবিলে জমা দেবেন। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর কমিশন খাতের টাকায় সংকুলাণ না হলে আইনজীবী তহবিলের প্রাপ্য টাকা হতে আদায় করে সমিতির সাধারণ তহবিলে জমা হবে অন্যথায় সমিতির প্রাপ্য টাকা ঐ সদস্যের দেনা হিসেবে গণ্য হবে এবং এই দেনা পরিশোধ না করে কোন সদস্য ভোটার হতে পারবেন না।

ছ) কোন সদস্য পাঠাগার সংক্রান্ত কোন বিধি লংঘন করলে তার সমিতির কোন বই ব্যবহার করার অধিকার থাকবে না।

৬১। টেলিফোন / মোবাইল ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ

ক) সমিতির টেলিফোন / মোবাইল ব্যবহারের সকল কল (পধষষ) সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং রেজিষ্টার বর্হিভূত টেলিফোন/ মোবাইল কল (পধষষ) এর কোন বিল পরিশোধ করা যাবে না।

খ) সমিতির প্রয়োজন ব্যতীত অন্যান্য সকল কল (পধষষ)-ই ব্যক্তিগত ব্যবহার বলে গণ্য হবে এবং এরূপ ব্যক্তিগত ব্যবহারের কল চার্জ তাৎক্ষনিকভাবে পরিশোধ করতে হবে।

গ) কোন সদস্য টেলিফোন/মোবাইল চার্জ নগদ পরিশোধ না করলে তার ওকালতনামার কমিশন আইনজীবী তহবিল থেকে ঐ টাকা অর্থাৎ প্রাপ্য টেলিফোন/মোবাইল চার্জ কেটে রাখা হবে। কমিশনের/আইনজীবী তহবিলের টাকায় সংকুলান না হলে তা সংশ্লিষ্ট সদস্যের দেনা হিসেবে গণ্য হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই দেনা পরিশোধ না করলে ভোটার তালিকায় ঐ সদস্যের নাম অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

৬২। গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধন পদ্ধতি ঃ

ক) সমিতির গঠনতন্ত্রের ও বিধির কোন ধারা বা ধারা সমূহের কোন প্রকার সংশোধন বা সংযোজন আবশ্যক হলে কার্য নির্বাহী পরিষদের সভায় এতদ্ উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রস্তাব ক্রমে এবং সমিতির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের উপস্থিতিতে বিশেষ সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্র ও বিধি সমূহ সংশোধন বা সংযোজন করা যাবে।

খ) সমিতির নূন্যতম এক তৃতীয়াংশ সদস্য সভাপতির বরাবরে লিখিতভাবে সমিতির গঠনতন্ত্র ও কল্যাণ তহবিল বিধির ৬ (চ) ধারা ব্যতীত সুনির্দিষ্ট কোন ধারা বা ধারা সমূহের সংশোধন বা সংযোজনের প্রস্তাব আনয়ন করতে পারবেন। এইরূপ প্রস্তাব সাধারণ সভায় দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে পাশ হবে।

গ) কোন অবস্থাতেই কোন মূলতবী সভার মাধ্যমে সমিতির গঠনতন্ত্র ও বিধি সংশোধন করা যাবে না।

৬৩। বার্ষিক ভোজ ঃ

নির্বাচিত কার্য নির্বাহী পরিষদের বাজেট বরাদ্ধ এবং সমিতির সাধারণ তহবিল সংকুলান সাপেক্ষে নব অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন বার্ষিক ভোজ আয়োজন করা যাবে।

৬৪। সমিতির রেজুলেশন ও রেকর্ড পত্র দেখা ঃ

সভাপতির বিবেচনায় সমিতির স্বার্থে যে সকল রেকর্ড পত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক মর্মে বিবেচিত, সে সকল রেকর্ডপত্র ও রেজুলেশন ব্যতীত অন্যান্য সকল রেজুলেশন ও রেকর্ডপত্র সমিতির কোন সদস্য পরিদর্শন করতে চাইলে সভাপতির নিকট লিখিত অনুমতি নিয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে সমিতির অফিসে বসে দেখতে পারবেন।

৬৫। যে সকল বিষয় অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই সে সকল বিষয়ে সমিতির সাধারণ কনভেনশন বা প্রচলিত প্রথা অনুসরন করা হবে।

৬৬। সমিতির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ

ক) দক্ষিণ ভবন ঃ যাহা গাজীপুর সড়কস্থ ভূমি, গৃহ ও ভবনের পরিচয় ঃ জেলা ঃ ভোলা, থানা ঃ ভোলা, জে,এল নং-৫৭, তৌজি নং-১৮৯, গোপালপুর মির্জানগর পরগনে রেভিনিউ সার্কেল নং-৬৭২, মৌজা-ছোট আলগী মধ্যে আর, এস খতিয়ান নং-৪৯৬, দাগ নং-৮০৮ মোট জমি ২৭১২ শহস্রাংশ। যাহা এস, এ জরিপামলে জেলা থানা ঐ মধ্যে ৩০নং তৌজি ভূক্ত, জে,এল নং-৫৭,মৌজা ঐ (ভোলা পৌরসভা) মধ্যে এস,এ খতিয়ান নং-১০৭, দাগ নং-৮০৮জমি ২৭১২শহস্রাংশ। যাহার উপর টিনের গৃহ, পাকা তিনতলা ভবন, দোকান, টেকচার, মসজিদ ইত্যাদি বিদ্যমান। যাহার হোল্ডিং নং-১৫৩৫/ ১৫৩৬/ ১৫৩৭/ ১৫৩৮/ ১৫৩৯। বর্তমান হোল্ডিং নং ২৪৫/২৪৬/২৪৭/২৪৮/ দক্ষিণ ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের মার্কেট ভূক্ত ৫টি দোকান।

খ) উত্তর ভবন ঃ জেলা ঃ থানা ঃ ভোলা, জে,এল নং-৫৭, ৩০নং তৌজিভূক্ত মৌজা ঃ ছোট আলগী (ভোলা পৌরসভা) মধ্যে এস,এ খতিয়ান নং-৫, দাগ নং-২০৪, জমির পরিমাণ ১২৮১ শহস্রাংশ। যাহার ডিয়ারা পর্চা নং-২০৭, ডিয়ারা দাগ নং-২৪৩, জমি ১৭১২শহস্রাংশ। উক্ত ভূমির উপর টিনের গৃহ এবং পাকা ভবন বিদ্যমান। যাহার হোল্ডিং নং-২৬১৭/২৬১৮। বর্তমান হোল্ডিং ৯৪২/৯৪৩ ও চেম্বার সমূহ।

গ) সমিতির অফিসার পাড়াস্থ ভূমির পরিচয় ঃ জেলা ঃ ভোলা, থানা ঃ ভোলা, জে, এল নং-৫৭,৩০নং তৌজিভূক্ত মৌজা ঃ ছোট আলগী (ভোলা পৌরসভা) মধ্যে এস,এ খতিয়ান নং-৪২১,দাগ নং-১০৬ মোট জমি ০১৩৭ শহস্রাংশ এবং জেলা, থানা, তৌজি, জে,এল, মৌজা ঐ মধ্যে এস,এ খতিয়ান নং-৪২২, দাগ নং-১০৭,জমি ০৫৭৫শহস্রাংশ একুনে ৭১২ শহস্রাংশ। যাহার উপর একটি গৃহ আছে। উক্ত গৃহের হোল্ডিং নং-১০১৮ ডিয়ারা জরিপে জেলা, থানা, মৌজা ঐ মধ্যে ডিয়ারা পর্চা নং-১০, ডিয়ারা দাগ নং-৯৬ মধ্যে মোট জমি ০৭১২ শহস্রাংশ বিদ্যমান বটে। বর্তমান হোল্ডিং নং- ১০১৮।

ঘ) বোরহানউদ্দিন উপজেলায় এবং লালমোহন উপজেলায় অবস্থিত আইনজীবী সমিতির গৃহের তলস্থ ভূমি এবং গৃহ ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির স্থাবর সম্পত্তি বটে।

ঙ) লালমোহন উপজেলার ভূমির পরিচয় ঃ জেলা ভোলা, থানা লালমোহন, জে,এল নং ১৮$_{১}$ তৌজি নং- ৩৪ মৌজা মুন্সির হাওলা মধ্যে এস, এ খতিয়ান নং ১৬২ দাগ নং ৩৩৬/৩৫৬ জমি ৩ ২ শতাংশ, পৌর হোল্ডিং নং----------

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি

"নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১৫ইং (সংশোধিত-২০১৯ইং)
(অধিকতর সংশোধিত- ২০২২ইং)

-ঃ মুখবন্ধ ঃ-

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি। ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল তহবিল সমূহ এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পেশাগত কর্মকান্ড সঠিক, সুন্দর ও সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা ও রক্ষণা-বেক্ষনের জন্য অত্র সমিতির নিয়মিত সদস্যগণের মধ্য থেকে ১ (এক) বছরের জন্য সমিতির সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী পরিষদ অর্থাৎ "কার্য নির্বাহী পরিষদ" গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ সদস্যগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত একটি নির্ধারিত দিনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন্ উক্ত ভোটদান তথা নির্বাচন অনুষ্ঠানটি অধিকতর অবাধ সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিতা মূলক সর্বোপরি যুগোপযোগি করার স্বার্থে অত্র সমিতির গঠনতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ ভাবে পৃথক একটি বিধিমালা প্রনয়ণ করা একান্ত প্রয়াজন বোধ করায় বর্তমান "কার্য নির্বাহী পরিষদ" ও গঠনতন্ত্র সংশোধন উপ-কমিটির সর্বসম্মত ভাবে নিম্নেক্ত ভাবে "নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১৫ইং" সাধারণ সভায় ১১/১১/২০১৫ইং তারিখে উপস্থাপন করিলে ১৮/১১/২০১৫ইং তারিখের সাধারণ সভায় সর্বসম্মত ভাবে অনুমোদিত হয়। যাহা নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১৫ইং নামে প্রকাশ করেন। এই বিধিমালটি ২০১৯ইং সালে প্রথম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ২০২২ইং সনে অধিকতর সংশোধন করা হয়।

বিধি নং-১ নাম করণ ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ- সর্বোপরি ট্রান্সপারেন্ট ভাবে পরিচালনার জন্য অনুসৃত বিধিনাবলী "নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা" নামে অভিহিত হবে।

বিধি নং-২ নির্বাচন উপ-পরিষদ গঠন ঃ

অত্র সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৮ (ঘ) দারা মতে বিদ্যমান (ঊীরংঃরহম) কার্যকরী কমিটি কর্তৃক ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন উপ-পরিষদ গঠিত হবে। তন্মধ্যে সিনিয়র সদস্য এই উপ-পরিষদের আহবায়ক তথা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অপর ৩ (তিন) জন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বিধি নং-৩ ঃ

নির্বাচন উপ-পরিষদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করবেন।

বিধি নং-৪ ঃ

নির্বাচন উপ-পরিষদ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সকল প্রকার আপত্তি, নিস্পত্তিক্রমে চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে।

বিধি নং- ৫ ঃ (ক) সমিতির ব্যবস্থাপনা ও কার্য পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ।

১। সভাপতি ঃ ১ (এক) জন।
২। সহ-সভাপতি ঃ ২ (দুই) জন।
৩। সাধারণ সম্পাদক ঃ ১ (এক) জন।
৪। সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ ২ (দুই) জন।
৫। অর্থ সম্পাদক ঃ ১ (এক) জন।
৬। ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ ১ (এক) জন।
৭। পাঠাগার সম্পাদক ঃ ২ (দুই) জন।
৮। সদস্য ঃ ৩ (তিন) জন।

খ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের পেশাগত যোগ্যতা ঃ

কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার জন্য অত্র সমিতির আইনজীবী হিসেবে সুনামের সাথে নূন্যতম নিমরুপে ধারাবাহিক পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকত হবে-

১) সভাপতি ঃ ১৫ (পনের) বছর।
২) সহ-সভাপতি ঃ ১২ (বার) বছর।
৩) সাধারন সম্পাদক ঃ ১০ (দশ) বছর।
৪) সহ-সাধারন সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
৫) অর্থ সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
৬) ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
৭) পাঠাগার সম্পাদক ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।
৮) সদস্য ঃ ০৫ (পাঁচ) বছর।

গ) কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা ঃ

নিম্নলিখিত যে কোন কারনে কোন সদস্য কার্য নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তা বা সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য মর্মে গন্য হবেন।

১) ভোলা জেলায় নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত না থাকলে।
২। সংশ্লিষ্ট বছরের চুড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্ত না হলে।'
৩। সমিতির নিকট যে কোন প্রকার দায় দেনা থাকলে (সমিতির চাঁদা, ঋণ, টেলিফোন বিল, বই পুস্তক ইত্যাদি।
৪) নৈতিক জ্বলন জনিত (গড়ৎধষ ঃড়ৎঢ়রঃঁফব) কোন ফৌজদায়ী মোকদ্দমায় ২ (দুই) বছরের বেশি সাজা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সাজা ভোগের পর ৩ (তিন) বছর অতিক্রম না হয়ে থাকলে।
৫) সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে ধারাবাহিকর ২ (দুই) বার নির্বাচিত হলে ৩য় বছর একই পদে নির্বাচন করতে পারবেন না।

ঘ) নির্বাচন উপ পরিষদ সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির উল্লেখিত পদ সমূহে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট ছাপানো মনোনয়ন পত্র বিক্রী করবেন।

বিধি নং-৬ ঃ এই উপ পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী প্রার্থীদের মনোয়ন পত্র গ্রহণ করবেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে প্রার্থীগণ বা তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধির সামনে/উপস্থিতিতে মনোয়ন পত্র বাছাই করবেন।

বিধি নং-৭ ঃ নির্বাচনী তফসিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অংশগ্রহণকারী যে কোন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দরখাস্ত গ্রহণ করবেন।

বিধি নং- ৮ ঃ নির্বাচনী উপ পরিষদ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নির্ধারিত তারিখ নির্বাচন সম্পন্ন করেন।

বিধি নং-৯ ঃ নির্বাচন উপ পরিষদ এর সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী কিংবা কোন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রে প্রস্তাবক বা সমর্থক হতে অথবা নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিতে পারবেন না।

বিধি নং-১০ ঃ এই উপ-পরিষদ নির্বাচনের ব্যালট পেপার প্রস্তুত করবেন এবং ঐ ব্যালট সমূহের পঁংঃড়ফরধহ হিসাবে উপ-পরিষদের সকল সদস্য যৌথভাবে দায়ী থাকবেন।

বিধি নং-১১ ঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সুচী ঃ

(ক) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ সাপ্তাহিক ছুটির দিন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে কোন ধর্মীয় বা জাতীয় উৎসব কিংবা কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা রাষ্ট্রীয় গোলযোগের কারণে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সাপ্তাহিক ছুটির দিনে নির্বাচন অনুষ্টিত হবে।

(খ) শনিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলবে।

(গ) শুক্রবার নির্বাচন অনুষ্টিত হলে সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহন শেষে দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত জুমার নামাজের জন্য ১ ঘন্টা বিরতি দিয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে।

(ঘ) বিশেষ করে নির্বাচন উপ-পরিষদ সর্ব সম্মতিক্রমে ভোট গ্রহণের দিন তারিখ ও সময় নির্ধারণ করতে পারবেন।

বিধি নং-১২ ঃ

কোন প্রার্থীর মৃত্যু জনিত কারণে অত্র সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে এবং পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ঐ পদের জন্য তফসিল ঘোষণা পূর্বক সকল পদের জন্য একত্রে সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্বাচন অনুষ্টিত হবে।

বিধি নং-১৩ ঃ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ঃ

ক। (১) জুন মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধে অত্র সমিতির সকল দেনা পরিশোধ করার জন্য সাধারণ সম্পাদক তার কর্মকালীন বছরের ৩১ মে-এর মধ্যে সদস্যগণকে নোটিশ প্রদান করবেন এবং পরবর্তী জানুয়ারী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে নিয়মিত সদস্যগণের মধ্য থেকে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনকৃত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন।

ক। (২) কোন নিয়মিত সদস্য অত্র বিধিমালার ১৭ ধারা অনুযায়ী জুন মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধ্যে বিশেষ কারণে সমিতির দেনা/পাওনা পরিশোধ ব্যর্থ হলে উপযুক্ত কারণ সহ সমিতির দেনা/পাওনা পরিশোধ সংক্রান্তের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করে নির্বাচন উপ-পরিষদের আহবায়কের নিকট ১৩ই জানুয়ারীর মধ্যে আবেদন করলে নির্বাচন উপ-পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তাহাই চুড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে।

(খ) নির্বাচন উপ-পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচন তফসিলের মধ্যে সংগতি রেখে কার্য নির্বাহী পরিষদ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার জন্য ভোটার হওয়ার যোগ্য সদস্যগণের নাম সম্বলিত খসড়া ভোটার তালিকা নির্বাচন উপ-পরিষদের নিকট প্রেরণ করবেন।

(গ) ভোটার তালিকা সংক্রান্ত আপত্তি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নির্বাচন উপ-পরিষদের নিকট লিখিত ভাবে দাখিল করতে হবে।

(ঘ) নির্বাচন উপ-পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সংক্রান্ত নির্বাচন উপ-পরিষদ এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গণ্য হবে। তবে যাদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় প্রকাশ হয় নাই এমন কোন সদস্যের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পূর্বে সমিতির নোটিশ বইতে এবং নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হবে যাতে সাধরণ সদস্যগণের আপত্তি দাখিলের সুযোগ থাকে।

(ঙ) নির্বাচন উপ-পরিষদ জানুয়ারী মাসের ১১ (এগার) তারিখের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করবেন।

(চ) নির্বাচনের অন্তত ১৪ (চৌদ্দ) দিন পূর্বে নির্বাচন উপ-পরিষদ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন।

বিধি নং-১৪ ঃ মনোনয়ন পত্র এবং ব্যালট পেপার ঃ

(ক) নির্বাচনের তারিখের ১০ (দশ) দিন পূর্বে মনোনয়ন পত্র দাখিল করার তারিখ ধার্য রাখতে হবে।

(খ) নির্বাচন উপ-পরিষদ কর্তৃক সরবরাহকৃত নির্ধারিত ফরমে মনোনয়ন পত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং তার প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষর যুক্ত ভাবে নির্বাচন উপ-পরিষদের নিকট তফসিলের উল্লিখিত ধার্য তারিখে জমা দিতে হবে।

(গ) মনোোনয়ন পত্র দাখিলের পরের দিন মনোনয়ন পত্র বাছাই এবং তার পরের দিন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

(ঘ) চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ২ (দুই) দিনের মধ্যে কোন প্রার্থী নির্বাচন উপ-পরিষদের নিকট লিখিত দরখাস্ত দিয়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন।

(ঙ) মনোয়ন পত্র বিক্রীর টাকা নির্বাচন উপ-পরিষদ কর্তৃক সমিতির সাধারণ তহবিলে জমা দিতে হবে।

(চ) নির্বাচন উপ-পরিষদ সমিতির বাজেটে নির্বাচনী ব্যয় বরাদ্ধের টাকা দ্বারা মনোনয়ন পত্র এবং ব্যালট পেপার ছাপানো, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও তফসিল ঘোষনা সংক্রান্ত সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন।

(ছ) সমিতির নির্বাচনের ব্যালট পেপার মোটা এবং সাদা কাগজের হতে হবে। কালো রংয়ের কালি দ্বারা ছাপানো উক্ত ব্যালট পেপারে প্রতিটি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের মূল নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী প্রার্থীদের নামের ক্রম সাজাতে হবে। একই পদের বিপরীতে একই আদ্যাক্ষের বিশিষ্ট একাধিক প্রার্থী হলে সেক্ষেত্রে ওকালতনামের ক্রম অনুসরণ করতে হবে।

(জ) একই ব্যালট পেপারে কার্যকরী কমিটির সকল পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীদের নামের তালিকা থাকতে হবে।

বিধি নং-১৫ ঃ ভোট গ্রহণ পদ্ধতি ও ফলাফল ঘোষনা ঃ

(ক) নির্বাচন উপ-পরিষদ কর্তৃক ছাপানো গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন উপ-পরিষদ একজন বিচার বিভাগীয় (যুগ্ম জেলা জজ পদ মর্যাদার) প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করবেন।

(গ) প্রত্যেক ভোটার তার নাম ও ভোটার নম্বর উল্লেখ করে ব্যালট পেপারের মুড়িতে স্বাক্ষর করে ব্যালট পেপার গ্রহণ করবেন এবং তার পছন্দের প্রার্থীর নামের সামনে ব্যালট পেপারে ভোট দানের নির্ধারিত স্থানে "ঢ" (পূরণ) চিহ্ন দিয়া ভোট প্রদান করবেন। অতঃপর ব্যালট পেপারটি ভাজ করে প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে রাখা ব্যালট বাক্সে ফেলবেন।

(ঘ) বিশেষ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচন উপ-পরিষদ অন্যবিধ নির্দেশ প্রদান না করলে ভোট গ্রহণ সকাল ১০:০০টা থেকে একটানা দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত চলবে, তবে শুক্রবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দুপুর ১:০০টা হতে ২:০০টা পর্যন্ত জুমা' র নামাজের বিরতি দিয়া বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে।

(ঙ) ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হলেই তাৎক্ষণিক ভাবে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন উপ-পরিষদের সহযোগিতায় ভোট গণনা সম্পন্ন করে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা করবেন এবং ঐ সময়ে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরিত চূড়ান্ত ফলাফলের কপি প্রার্থীদের কিংবা তাদের এজেন্টদের নিকট সরবরাহ করবেন।

(চ) একই পদে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পেলে প্রিজাইডিং অফিসার লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত ঘোষনা করবেন।

(ছ) প্রিজাইডিং অফিসার ও নির্বাচন উপ-পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফলই চুড়ান্ত মর্মে গন্য হবে এবং তাদের গৃহীত কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমা রুজু করা যাবে না।

(জ) অত্র সমিতির প্রত্যেক ভোটারকে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে বর্তমানে নির্ধারিত ১৩ (তের) টি পদের প্রতিটি পদেই ব্যালটে উল্লিখিত নির্ধারিত স্থানে "ঢ" (পুরণ) চিহ্ন দিয়ে ভোট প্রদান করতে হবে। কোন ভোটার নির্ধারিত ১৩ (তের) টি পদের কম কিংবা বেশী ভোট প্রদান করলে উক্ত/সংশ্লিষ্ট ব্যালট পেপারটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল মর্মে গন্য হবে।

(ঝ) নির্বাচন উপ-পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালার পরিপন্থী যে কোন কার্যক্রমের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত অভিযুক্ত সদস্য পরবর্তীত বছর ভোটার হতে পারবেন না এবং ঐ সদস্য আর কখনও নির্বাচন উপ-পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না।

(ঞ) কোন ব্যালটে ভোট দানের নির্ধারিত স্থানের "ঢ" (পুরণ) চিহ্ন ব্যতিত ব্যালটে উভয় পৃষ্ঠার যে কোন স্থানে কোন প্রকার চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট/উক্ত ব্যালট পেপারটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল মর্মে গন্য হবে।

বিধি নং-১৬ ঃ নির্বাচনী মালামালের ব্যবস্থাপনা ঃ

সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরে ভোটে ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত ব্যালট পেপার সমূহ ও মুড়ি বই সমূহ প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নির্দিষ্ট প্যাকেটে "সীল গালা" করে সংরক্ষিত থাকবে। অভিষেক অনুষ্ঠানের পর দিন সীলগালা কৃত উক্ত ব্যালট পেপার ও মুড়ি বই সমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদের উপস্থিতিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। তবে বদলি জনিত কারণে প্রিজাইডিং অফিসারকে না পাওয়া গেলে ঐ পদের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উবংঃড়ৎু কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত ঘোষিত তফসিল সহ সকল প্রকার কাগজপত্র, ভোটার তালিকা, সীল ও ফলাফল সীট অত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে।

বিধি নং-১৭ ঃ ভোটার হওয়ার অযোগ্যতা ঃ

নিম্নোক্ত যে কোন কারণে কোন সদস্য ভোটার হওয়ার অযোগ্য বলে গন্য হবেন এবং নীচের যে কোন একটি কারন বিদ্যমান থাকলে কার্য নির্বাহী পরিষদ বা নির্বাচন উপ-পরিষদ কোন অবস্থাতেই ঐ সদস্যের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন না।

ক) ১। অনিয়মিত সদস্যগণ এবং নির্বাচন বিধি ১৮ (ছ) ধারা অমান্য করলে।

২। আইনজীবী কল্যাণ তহবিল বিধিমালার ৬ (ক) ধারা অমান্য করলে।

৩। আইনজীবী বেনাভোলেন্ট ফান্ড বিধি মালার ৬ (ক) ধারা অমান্য করলে।

খ) কোন সদস্য সরকারী, আধা-সরকারী, বে-সরকারী কিংবা শায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত থাকলে।

গ) কোন বিজ্ঞ সদস্য ৩০ জুন তারিখের মধ্যে নির্বাচনের পূর্ববর্তী বছরের সমিতির চাঁদা পরিশোধ না করলে।

ঘ) সমিতির কোন বই দেনা থাকলে (তবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়নের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নেওয়া বই আদালতে জমা রয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে তা এই দেনার আওতায় পরবে না)।

ঙ) টেলিফোন কলচার্জ, ঘর ভাড়া, ফেরত না দেওয়া বই এর মূল্য ও জরিমানা বা সমিতির অন্য যে কোন প্রকার দেনা ৩০ জুন তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করলে এবং বার পেপার ব্যবহার না করলে।
চ) কোন আইনজীবী সদস্য পদ স্থগিত থাকলে এবং অনিয়মিত সদস্য হলে।
ছ) বার্ধক্য জনিত কারণে কিংবা অসুস্থ্যতা হেতু কোন বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত থাকতে না পারলে এবং সমিতির সকল পাওনা নিয়মিত পরিশোধ করা থাকলে ঐ সদস্যকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়া যাবে না।
জ) নির্বাচনের সময়ে বিদ্যমান কার্য নির্বাহী পরিষদের (পূর্ববর্তী পরিষদের) সাধারণ সম্পাদক (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক) যথা সময়ে এবং যথা নিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর না করলে এটা ঐ সম্পাদকের চরম দায়িত্ব অবহেলা এবং সমিতির কার্য পরিচালনার ব্যাঘাত সৃষ্টির প্রচেষ্টা মর্মে পরিগণিত হবে এবং ঐরুপ আচরনের দায়ে তিনি পরবর্তী বছর ভোটার হতে পারবেন না।

বিধি নং-১৮ ঃ নির্বাচন আচরণ বিধি ও ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা ঃ
নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীগণকে অবশ্যই নির্বাচনী আচরণ বিধি মান্য করতে হবে ঃ
ক) আইন পেশায় মর্যাদা ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্য কোন প্রার্থী কোন প্রকার নির্বাচনী পোষ্টার, প্রচারপত্র, প্লেকার্ড, মাইক্রোফোন বা মিছিলের মাধ্যমে নির্বাচনের প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবে না। তবে প্রার্থীদের পরিচয় ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড সংক্রান্ত লিফলেট প্রচার পত্র রুপে গন্য হবে না।
খ) কোন প্রার্থী কোন উপহার সামগ্রী বা কোন কিছুর বিনিময়ে নিজের অনুকুলে ভোট দেয়ার জন্য কোন ভোটারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না।
গ) কোন প্রার্থী অন্য প্রার্থীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে পারবে না।
ঘ) আইনজীবী ছাড়া অন্য বহিরাগত ব্যক্তি কোন প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিতে পারবেন না এবং রাত ১২:০০ টার পর কোন নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।
ঙ) নির্বাচন উপ-পরিষদের কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে নির্বাহী পরিষদ তৎ বিষয়ে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
চ) কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে উল্লেখিত কোন প্রকার লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে নির্বাচন উপ-পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের মাধ্যমে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করবেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার প্রার্থীতা বাতিল করে প্রার্থী তালিকা থেকে তার নাম কর্তন করে দেবেন। এ বিষয়ে নির্বাচন উপ-পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মর্মে গন্য হবে।

ছ) ভোটের গোপনীয়তা ঃ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ নিরপেক্ষ করার স্বার্থে প্রত্যেক ভোটারের ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার ও নির্বাচন কমিশনের। সে ক্ষেত্রে কোন ভোটার নির্বাচনী বুথে মোবাইল, ক্যামেরা কিংবা ব্যালট পেপারের ছবি তোলা যায় এরুপ যে কোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ সংগে নিয়ে বুথে প্রবেশ করতে পারবেন না। এরুপ কার্য করলে উক্ত ভোটারকে ভোট সংশ্লিষ্ট কেউ চ্যালেঞ্জ করে প্রমাণ করতে পারলে সংশ্লিষ্ট ভোটারের প্রদত্ত ব্যালট পেপার বাতিল হবে। ইহা ছাড়া ভোটের গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে প্রিজাইডিং অফিসার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

বিধি নং-১৯ ঃ
অত্র সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচন ব্যাতিরেকে সকল ভোটারের সর্ব সম্মত সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যকরি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি

আপদকালীন তহবিল বিধিমালা- ২০০৪ ইং

(সংশোধিত ২০১৯ ইং)

-ঃ মূখবন্ধ ঃ-

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্যদের অর্থাৎ ভোলা জেলার আওতাধীন সকল আদালতে আইন পেশায় সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত আইনজীবীগণের অসুস্থ্য অবস্থায় আর্থিক সাহায্য তথা আর্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমিতির গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "আপদকালীন তহবিল" নামে নতুন তহবিল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে বিগত ২০০৪ইং সনের কার্যকরী পরিষদ আইনজীবীগণের জন্য আপদকালীণ কল্যাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং অত্র সমিতির জরুরী সাধারণ সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে বিগত ০৮-০৩-২০০৪ইং তারিখে আপদকালীণ তহবিল গঠন করা হয়। সময়ের প্রয়োজনে অত্র আপদকালীণ তহবিল ২০১৫ইং সনে এবং পরবর্তীতে ২০১৯ইং সনে সংশোধিত আকারে পুনঃ প্রকাশ করা হলো।

বিধি নং -১ নামকরণ ঃ

প্রবর্তিত তহবিলটি " আপদকালীন তহবিল" শিরোনামে অবিহিত হবে।

বিধি নং-২ তহবিলের আওতা ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত সদস্যগণ আপদকালীণ তহবিলের সদস্য বলে গণ্য হবে।

বিধি নং-৩ ঃ

ক) ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত সদস্যগণ প্রত্যেকে সমিতির নির্ধারিত হারে আপদকালীণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করবেন। প্রতি বছরের ৩১ (একত্রিশ) জানুয়ারী তারিখের মধ্যে প্রত্যেক সদস্যকে এই তহবিলের চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। কোন সদস্য এই তহবিলের চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঐ টাকা সংশ্লিষ্ট সদস্যের ওকালতনামার কমিশনের টাকা থেকে কর্তন করে নেয়া হবে।

খ) প্রতিটি জামানত নামা ও নিষেধাজ্ঞা ফরম বিক্রীর প্রাপ্ত ফিস থেকে সমিতির নির্ধারিত হারে একটি অংশ আপদকালীণ তহবিলে জমা হবে।

গ) ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যগণের নিকট থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অনুদান অত্র তহবিলে জমা হবে।

বিধি নং-৪ আপদকালীণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ ঃ

ক) আপদকালীণ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি আপদকালীন তহবিল উপ-পরিষদ থাকবে। পদাধিকার বলে আইনজীবী সমিতির সভাপতি ঐ উপ পরিষদের আহ্বায়ক এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক সদস্য সচিব থাকবেন। কার্য নির্বাহী পরিষদ তাদের মেয়াদের জন্য এরূপ উপ পরিষদ গঠন করবে।

খ) আপদকালীণ তহবিলের জন্য যে কোন ব্যাংকে একটি পৃথক হিসাব থাকবে। আইনজীবী সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে আপদকালীণ তহবিলের ব্যাংকের হিসাব পরিচালিত হবে।

গ) আপদকালীণ তহবিলের হিসাব পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে এবং পৃথক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

বিধি নং-৫ আপদকালীণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি ঃ

ক) সমিতির নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত কোন সদস্য গুরুতর অসুস্থ্যতার কারণে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হলে এবং তিনি বা তার পক্ষে আপদকালীণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করলে আপদকালীণ তহবিল উপ-পরিষদ দরখাস্তকারীর দরখাস্তের প্রয়োজনীয়তা যাচাইক্রমে নির্বাহী কার্য কমিটির সিদ্ধান্তপূর্বক দরখাস্তকারীকে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান দিতে পারবেন। আপদকালীণ উপ-পরিষদ কোন সদস্যের বা তার পক্ষে সাহায্যের আবেদন সম্বলিত কোন দরখাস্ত পেলে দরখাস্ত প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে তা নিস্পত্তি করতে হবে।

খ) আপদকালীণ তহবিল উপ-পরিষদের বিবেচনায় দরখাস্তকারী ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার উর্দ্ধে অনুদান পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলে আপদকালীণ তহবিল উপ-পরিষদ তা সুপারিশ আকারে কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রেরণ করবেন। কার্য নির্বাহী পরিষদ এই রূপ সুপারিশ প্রাপ্ত হলে পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করবেন এবং ঐরূপ সুপারিশ সম্বলিত দরখাস্তখানা সাধারণ সভায় উত্থাপনযোগ্য মর্মে বিবেচিত হলে কার্য নির্বাহী পরিষদ তা নিস্পত্তির জন্য পরবর্তী সাধারণ সভায় উত্থাপন করবেন।

গ) কার্য নির্বাহী পরিষদের বিবেচনা প্রসূত আপদকালীণ তহবিল উপ-পরিষদের সুপারিশ সম্বলিত কোন সদস্যের আপদকালীণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির দরখাস্ত সাধারণ সভায় উত্থাপিত হলে সাধারণ সভা ঐ দরখাস্তকারীকে আপদকালীণ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করতে পারবেন।

ঘ) কোন সদস্য একই বছরে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এবং সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আপদকালীণ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকার বেশী অনুদান প্রাপ্ত হবেন না।

বিধি নং-৬ অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ

ক) আপদকালীণ তহবিলের টাকা কেবলমাত্র আইনজীবী সমিতির নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত অসুস্থ্য আইনজীবীর চিকিৎসার স্বার্থে ব্যয় করা যাবে। কোন অবস্থাতেই এই তহবিলের টাকা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে উঠানো কিংবা ব্যয় করা যাবে না।

খ) আইনজীবী সমিতির কোন সদ্য নিয়মিত ভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত না থাকলে অথবা অন্য পেশায় নিয়োজিত থাকলে তিনি আপদকালীণ তহবিলে কোন অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

গ) কোন অসুস্থ্য সদস্য প্রতি ৩ (তিন) বছরে এক বারের বেশী আপদকালীণ তহবিল থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।

ঘ) আপদকালীণ তহবিল বিধিমালা এবং এতে উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন সবকিছু অত্র আইনজীবী সমিতির এখতিয়ার ভুক্ত থাকবে।

ঙ) আপদকালীণ তহবিল পরিচালনা সংক্রান্তে কোন সমস্যা দেখা দিলে সমিতির সাধারণ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি

আইনজীবী সহায়তা তহবিল বিধিমালা-২০২২ইং

মুখবন্ধ ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্য অর্থাৎ ভোলা বারের আওতাধীন সকল আদালতে আইন পেশায় সক্রিয় ভাবে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছর নিয়োজিত আইনজীবীগণের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ্যতা হেতু কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে শয্যাশায়ী থাকায় আইন পেশায় সম্পূর্ণ অক্ষম বিজ্ঞ সদস্যগণকে প্রতি মাসে আর্থিক সাহায্য তথা আর্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে সমিতির গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "আইনজীবী সহায়তা তহবিল" নামে আপদকালীণ তহবিলের আওতাধীন একটি তহবিল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আন্তরিক ভাবে অনুধাবন করে বিগত ১৩/০৩/২০২২ইং তারিখের কার্যকরী পরিবষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র সমিতির বিগত ২৩/০৩/২০২২ইং তারিখের সাধারণ সভায় সর্বসম্মত ভাবে "আইনজীবী সহায়তা তহবিল" নামে আপদকালীন তহবিলের আওতাধীন এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিধি- "১" নাম করণ ঃ

আপদকালীন তহবিলের আওতাধীন নবগঠিত তহবিলটি "আইনজীবী সহায়তা তহবিল" শিরোনামে অবহিত হবে।

বিধি- "২" তহবিলের আওতা ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছর আইন পেশা পরিচালনার পর গুরুতর অসুস্থ্যতা কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে শয্যাশায়ী হয়ে আইন পেশায় সম্পূর্ণ অক্ষম বিজ্ঞ সদস্যগণ অত্র তহবিলের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন এবং আপদকালীন তহবিলের সদস্যভূক্ত সকল বিজ্ঞ সদস্যগণ অত্র আইনজীবী সহায়তা তহবিলের সদস্য মর্মে গন্য হবেন।

বিধি- "৩" আইনজীবী সহায়তা তহবিল থেকে সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

(ক) ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্য হিসেবে -কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছর অত্র সমিতির আওতাধীন যে কোন আদালতে নিয়মিত আইন পেশায় নিয়োজিত থাকবে।

(খ) অসুস্থ্যতা কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে শয্যাশায়ী থাকায় আইন পেশা পরিচালনায় সম্পূর্ণ অক্ষম বিজ্ঞ সদস্যগণ অত্র তহবিল থেকে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

(গ) কোন বিজ্ঞ সদস্য অত্র সমিতির সদস্য ব্যতীত অন্য যে কোন আইনজীবী সমিতির সদস্য থাকলে (অর্থাৎ একাধিক আইনজীবী সমিতির সদস্য) অত্র তহবিল থেকে সহায়তা পাবেন না।

(ঘ) অত্র তহবিল থেকে সহায়তা প্রাপ্ত বিজ্ঞ সদস্য শ্রষ্টার অসীম রহমতে সম্পূর্ণ সুস্থ্য হলে উক্ত বিজ্ঞ সদস্যের অত্র তহবিল হতে সহায়তা বন্ধ হবে।

(ঙ) অত্র তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্ত বিজ্ঞ সদস্য অত্র সমিতির আইনজীবী তহবিল ব্যতীত সমিতির অন্যান্য সহায়তা তহবিল হতে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

বিধি- "৪" তহবিলের আয়ের উৎস সমূহ ঃ

(ক) আপদকালীণ তহবিলের প্রাপ্ত আয় দ্বারা অত্র তহবিল পরিচালিত হবে।

(খ) অত্র সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত আপদকালীন তহবিলের বার্ষিক চাঁদা-ই অত্র তহবিলের চাঁদা মর্মে গণ্য হবে এবং প্রতি বছর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে উক্ত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

বিধি- "৫" আইনজীবী সহায়তা তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ ঃ

(ক) আইনজীবী সহায়তা তহবিল অত্র সমিতির আপদকালীন তহবিল উপ-পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হবে।

(খ) আপদকালীন তহবিল উপ-পরিষদ কর্তৃক অত্র তহবিল হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কোন বিজ্ঞ সদস্যকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচিত হলে তা সুপারিশ আকারে সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট লিখিতভাবে প্রেরণ করবে।

(গ) আপদকালীন তহবিলের ব্যাংক হিসাব-টি অত্র তহবিলের ব্যাংক হিসাব মর্মে গন্য হবে এবং অত্র তহবিলের কোন পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে না।

(ঘ) আপদকালীন তহবিলের ব্যাংক হিসাবের ন্যায় অত্র তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

বিধি- "৬" আইনজীবী সহায়তা তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি ঃ

(ক) অত্র সমিতির নিয়মিত সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছর অত্র সমিতির আওতাধীন যে কোন আদালতে নিয়মিত আইন পেশা পরিচালনা করার পর গুরুতর অসুস্থ্যতা কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে স্থায়ীভাবে শয্যাশায়ী হয়ে আইন পেশা পরিচালনা করতে অক্ষম যে কোন বিজ্ঞ সদস্য কিংবা তার পক্ষে আইনজীবী সহায়তা তহবিল হতে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করলে অত্র তহবিলের পরিচালনা কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ আপদকালীন তহবিল উপ-পরিষদ দরখাস্তকারীর প্রয়োজনীয়তা এবং অত্র সমিতির অন্যান্য সহায়তা তহবিল হতে দরখাস্তকারীর প্রাপ্ত সুবিধাদি যাচাইক্রমে কার্য নির্বাহী কমিটির নিকট সুপারিশ আকারে প্রেরণ করলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীকে অত্র আইনজীবী সহায়তা তহবিল হতে সহায়তা প্রদান করতে পারবেন।

(খ) আইনজীবী সহায়তা তহবিল হতে সহায়তা প্রাপ্ত বিজ্ঞ সদস্যের নামে পৃথক একটি পাশ বই থাকবে। যাহা অত্র তহবিলের পৃথক রেজিষ্টারে অন্তর্ভূক্ত/লিপবদ্ধ থাকবে।

(গ) অত্র তহবিল হতে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে তহবিলের রেজিষ্ট্রারে ও সহায়তা প্রাপ্ত বিজ্ঞ সদস্যের পাশ বহি-তে একই সাথে লিখিত এবং সদস্য সচিবের অনুস্বাক্ষর থাকবে।

বিধি- "৭" অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ

(ক) আপদকালীন তহবিল বিধিমালা- ২০০৪ইং (সংশোধিত-২০১৯ইং) বিধি সমূহ যা আইনজীবী সহায়তা তহবিল বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, উক্ত সকল বিধি সমূহ অত্র তহবিল বিধিমালার অন্তর্ভূক্ত মর্মে গন্য হবে।

(খ) আইনজীবী সহায়তা তহবিল বিধিমালায় উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয় ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন সবকিছু অত্র আইনজীবী সমিতির এখতিয়ার ভূক্ত থাকবে।

(গ) আইনজীবী সহায়তা তহবিল পরিচালনা সংক্রান্তে কোন সমস্যা দেখা দিলে সমিতির সাধারণ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম
ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি
"আইনজীবী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা- ১৯৯৮ ইং"
(সংশোধিত ২০১৯ ইং)

-ঃ মুখবন্ধ ঃ-

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি। ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির নিয়মিত সদস্যগণের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিশ্চয়তা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সমিতির গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল" নামে কল্যাণ তহবিল প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করে বিগত ১৯৯৮ইং সনের কার্যকরী পরিষদ এই আইনজীবী কল্যাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সমিতির নিয়মিত সদস্যগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে অত্র "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল" গঠন করা হয় এবং সময়ের প্রয়োজনে যা বিগত ২০০৮ইং সনে এবং ২০১৫ইং সনে সংশোধন করা হয়। বর্তমান এই "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল" যুগোপযোগী করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সর্বসম্মতভাবে গ্রহণক্রমে ২০১৯ইং সনে পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

বিধি নং-১ নামকরণ ঃ
প্রবর্তিত তহবিলটি "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল" শিরোনামে অভিহিত হবে।

বিধি নং-২ তহবিলের আওতা, উদ্দেশ্য, স্থাপনা এবং অগ্রযাত্রা ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতিতে ৪০ (চল্লিশ) বছরে বা তার নিম্ন বয়সে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য "আইনজীবী কল্যান তহবিল" গঠন করা হয়। আইন পেশায় নিয়োজিত ৪০ (চল্লিশ) বছরের মধ্যে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যগণ অত্র বিধিমালার ৩ (ক) বিধির শর্ত সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হারে এবং নির্ধারিত সময়ে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা প্রদান করে কল্যাণ তহবিলের সদস্য হতে পারবেন। "আইনজীবী কল্যাণ তহবিল" ১৯৯৮ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে কার্যকরী হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

বিধি নং-৩ কল্যাণ তহবিলের আয়ের উৎস ঃ
ক) প্রত্যেক নিয়মিত সদস্য সমিতির কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বার্ষিক এককালীন চাঁদা প্রদান করবেন এবং প্রতি বছরের চাঁদা অবশ্যই সেই বছরের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
খ) অত্র সমিতির ওকালতনামা, সইমোহর ফরম, জামানত নামা, নিষেধাজ্ঞার ফরম, বার পেপারসহ সকল বিক্রয়যোগ্য কাগজ সমূহের খাত এবং অন্যান্য খাত হতে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে একটি অংশ আনুপাতিক হারে অত্র কল্যাণ তহবিলে এবং আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডে জমা হবে।
গ) সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে সমিতির সাধারণ তহবিল হতে প্রদত্ত অর্থ (আনুপাতিক হারে)।
ঘ) সদস্যগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান (আনুপাতিক হারে)।
ঙ) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান (আনুপাতিক হারে)।
চ) কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের আয়।
ছ) নতুন মোকদ্দমা দায়েরের ক্ষেত্রে দেওয়ানী, পারিবারিক, আপীল, রিভিশন মোকদ্দমা এবং বিবিধ মোকদ্দমা, দরখাস্ত ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হতে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে কল্যাণ তহবিলের জন্য অর্থ আদায় করা হবে (আনুপাতিক হারে)।

বিধি নং- ৪ কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি ঃ

অত্র কল্যান তহবিলের অন্তর্ভূক্ত সমিতির কোন নিয়মিত সদস্য হলফনামার মাধ্যমে সমিতির সদস্যপদ পরিত্যাগ করলে কিংবা আইন পেশায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে অথবা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে ঐ সদস্য বা তাঁর ওয়ারিশ বা পরিবারের সদস্যগণ নমিনির মাধ্যমে, নমিনি করা না থাকলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়ারিশগণ নিম্নরূপ আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ক) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ধারাবাহিক ভাবে ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর বা তদ্-উর্ধ্বকাল যাবত আইন পেশায় নিয়োজিত থেকে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্যকে এককালীণ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর পরও অত্র তহবিলভূক্ত নিয়মিত সদস্য আইন পেশায় নিয়োজিত থাকলে ঐ সদস্যকে সমিতির নির্ধারিত হারে কল্যাণ তহবিলের বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

খ) অত্র তহবিলভুক্ত কোন নিয়মিত সদস্য কল্যাণ তহবিলে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করে কল্যাণ তহবিল সদস্যভূক্ত হওয়ার পর ২ (দুই) বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ প্রতি বছরের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে কল্যাণ তহবিলে থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

গ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য অত্র তহবিলে নির্ধারিত হারে দুই বছরের উর্ধ্বে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাহার পরিবার প্রতি বছর ২৪,১৬৭/- (চব্বিশ হাজার একশত সাতষট্টি) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ঘ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য অত্র তহবিলে নির্ধারিত হারে নিয়মিত ৫ (পাঁচ) বছরের উর্ধ্বে ১০ (দশ) বছরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ৩০,৮৩৪/- (ত্রিশ হাজার আটশত চৌত্রিশ) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ঙ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ১০ (দশ) বছরের উর্ধ্বে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে অত্র তহবিলের নির্ধারিত হারে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ৩৮,৩৩৩/- (আটত্রিশ হাজার তিনশত তেত্রিশ) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

চ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ১৫ (পনের) বছরের উর্ধ্বে ২৫ (পচিশ) বছরের মধ্যে অত্র তহবিলের নির্ধারিত হারে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ৪৭,৫০০/- (সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ছ) কোন সদস্য অত্র তহবিলের নির্ধারিত হারে নিয়মিত ২৫ (পচিশ) বছরের উর্ধ্বে ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতিবছর ৫৭,১৪২/- (সাতান্ন হাজার একশত বিয়াল্লিশ) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

জ) কোন সদস্য প্রথম বছরের চাঁদা পরিশোধক্রমে কল্যাণ তহবিলের সদস্য ভূক্ত না হলে ঐ সদস্য বা তার পরিবার অত্র তহবিল হতে কোন আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে না।

ঝ) নং দফাটি বাতিল করা হলো।

ঞ) কোন সদস্য উপযুক্ত কোন কারণে কোন বছরের চাঁদা ঐ বছরের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে না পারলে তার আবেদনের ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলের আহ্বায়কের সুপারিশ সাপেক্ষে সমিতির সভাপতির অনুমতিক্রমে মাসিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান করে ঐ বছরের ৩১ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বকেয়া চাঁদা জমা দিতে পারবেন। চাঁদা প্রদানের এক বছরের অধিক অর্থাৎ পর পর দুই বছর চাঁদা প্রদান করতে কোন সদস্য ব্যর্থ হলে তার কল্যাণ তহবিলের সদস্যপদ বাতিল হবে এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য চাঁদার মাধ্যমে জমাকৃত টাকার ৩(তিন) গুন অর্থ ফেরত পাবেন।

বিধি নং- ৪ কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি ঃ

অত্র কল্যান তহবিলের অন্তর্ভূক্ত সমিতির কোন নিয়মিত সদস্য হলফনামার মাধ্যমে সমিতির সদস্যপদ পরিত্যাগ করলে কিংবা আইন পেশায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে অথবা কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে ঐ সদস্য বা তাঁর ওয়ারিশ বা পরিবারের সদস্যগণ নমিনির মাধ্যমে, নমিনি করা না থাকলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ওয়ারিশগণ নিম্নরূপ আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ক) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ধারাবাহিক ভাবে ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর বা তদ্-উর্ধ্বকাল যাবত আইন পেশায় নিয়োজিত থেকে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্যকে এককালীণ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর পরও অত্র তহবিলভূক্ত নিয়মিত সদস্য আইন পেশায় নিয়োজিত থাকলে ঐ সদস্যকে সমিতির নির্ধারিত হারে কল্যাণ তহবিলের বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

খ) অত্র তহবিলভুক্ত কোন নিয়মিত সদস্য কল্যাণ তহবিলে নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করে কল্যাণ তহবিল সদস্যভূক্ত হওয়ার পর ২ (দুই) বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ প্রতি বছরের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে কল্যাণ তহবিলে থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

গ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য অত্র তহবিলে নির্ধারিত হারে দুই বছরের উর্ধ্বে এবং পাঁচ বছরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাহার পরিবার প্রতি বছর ২৪,১৬৭/- (চব্বিশ হাজার একশত সাতষট্টি) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ঘ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য অত্র তহবিলে নির্ধারিত হারে নিয়মিত ৫ (পাঁচ) বছরের উর্ধ্বে ১০ (দশ) বছরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ৩০,৮৩৪/- (ত্রিশ হাজার আটশত চৌত্রিশ) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ঙ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ১০ (দশ) বছরের উর্ধ্বে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে অত্র তহবিলের নির্ধারিত হারে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ৩৮,৩৩৩/- (আটত্রিশ হাজার তিনশত তেত্রিশ) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

চ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ১৫ (পনের) বছরের উর্ধ্বে ২৫ (পচিশ) বছরের মধ্যে অত্র তহবিলের নির্ধারিত হারে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ৪৭,৫০০/- (সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ছ) কোন সদস্য অত্র তহবিলের নির্ধারিত হারে নিয়মিত ২৫ (পচিশ) বছরের উর্ধ্বে ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতিবছর ৫৭,১৪২/- (সাতান্ন হাজার একশত বিয়াল্লিশ) টাকা হারে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

জ) কোন সদস্য প্রথম বছরের চাঁদা পরিশোধক্রমে কল্যাণ তহবিলের সদস্য ভূক্ত না হলে ঐ সদস্য বা তার পরিবার অত্র তহবিল হতে কোন আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে না।

ঝ) নং দফাটি বাতিল করা হলো।

ঞ) কোন সদস্য উপযুক্ত কোন কারণে কোন বছরের চাঁদা ঐ বছরের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে না পারলে তার আবেদনের ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলের আহ্বায়কের সুপারিশ সাপেক্ষে সমিতির সভাপতির অনুমতিক্রমে মাসিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান করে ঐ বছরের ৩১ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বকেয়া চাঁদা জমা দিতে পারবেন। চাঁদা প্রদানের এক বছরের অধিক অর্থাৎ পর পর দুই বছর চাঁদা প্রদান করতে কোন সদস্য ব্যর্থ হলে তার কল্যাণ তহবিলের সদস্যপদ বাতিল হবে এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য চাঁদার মাধ্যমে জমাকৃত টাকার ৩(তিন) গুন অর্থ ফেরত পাবেন।

ট) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিকভাবে কল্যাণ তহবিলের আহ্বায়ক ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সদস্যের নমিনী/ওয়ারিশগণের নিকট ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা চেকের মাধ্যমে বা নগদে পৌছে দিবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রাপ্য বাকী টাকা হিসাব নিকাশ চুড়ান্ত করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কল্যাণ তহবিলের সদস্যভূক্ত হওয়ার ২(দুই) বছরের মধ্যে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে ঐ সদস্যের ক্ষেত্রে বিধি ৪ এর (খ) উপবিধি প্রযোজ্য হবে।

ঠ) অত্র তহবিলের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য (অসুস্থ্যতা কিংবা অক্ষমতা ব্যাতিরেকে) স্থায়ীভাবে আইনপেশা পরিত্যাগ করে কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা তুলে নিতে চাইলে তৎমর্মে আইনজীবী সমিতির নির্ধারিত ফরমে একটি হলফনামা সম্পাদন করে কল্যাণ তহবিলের টাকা তোলার আবেদন করতে পারবেন। কার্য নির্বাহী কমিটির নিকট এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে কল্যাণ তহবিলে তার প্রদত্ত মোট চাঁদার তিনগুন টাকা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে।

ড) কোন সদস্য বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থ্যতা জনিত কারণে আইন পেশায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পরলে কল্যাণ তহবিলের টাকা উঠানোর জন্য সমিতির নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞ আইনজীবী মূল সদনপত্র সারেন্ডার সহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের সনদপত্রে শারীরিক অসুস্থ্যতার বিষয় উল্লেখপূর্বক অত্র সমিতির সভাপতি বরাবরে একখানা হলফনামা সম্পাদন করতে হবে। এরূপ হলফনামা সংযুক্ত কোন আবেদন প্রাপ্ত হলে ৫(পাঁচ) দিনের মধ্যে কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ বিষয়টি যথাযথ যাচাই বাছাই পূর্বক সুপারিশসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট প্রেরণ করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তীতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত এরূপ আবেদন বিবেচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রাপ্য টাকা অত্র বিধির গ-ছ উপবিধির বিধান অনুসারে পরিশোধ করবেন।

ঢ) কোন সদস্য কিছু সময়ে ভোলা জেলায় আইনপেশায় নিয়মিত সদস্য হিসেবে নিয়োজিত থেকে পরবর্তীতে ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির অধিক্ষেত্র/আওতার বাইরে আইন পেশায় নিয়োজিত হয়ে অত্র সমিতিতে অনিয়মিত সদস্যে পরিণত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের কল্যাণ তহবিলের সদস্যপদ বাতিল হবে এবং এরূপ সদস্য কল্যাণ তহবিলে তার জমাকৃত টাকার তিনগুন অর্থ ফেরত পাবেন।

বিধি নং-৫ কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ ঃ

ক) আইনজীবী কল্যাণ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র আইনজীবী সমিতির কার্যকরি পরিষদের ১ম সহ সভাপতি- আহ্বায়ক, সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সদস্য এবং আইনজীবী কল্যাণ তহবিলের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের মধ্য থেকে ২ (দুই) জন সহ সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়া ০১ (এক) বছরের জন্য আইনজীবী কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ গঠিত হবে।

খ) আইনজীবী কল্যাণ তহবিল উপ-পরিষদ তহবিল সংগ্রহ, হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং আনুসাঙ্গিক সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবে।

গ) অত্র কল্যাণ তহবিলের জন্য পৃথক খাতাপত্র এবং হিসাব নিকাশ থাকবে। কল্যাণ তহবিলের টাকা ব্যাংকে পৃথক একটি হিসাবে জমা থাকবে। এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক এবং সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে কল্যাণ তহবিলের ব্যাংকের হিসাব পরিচালিত হবে।

ঘ) কোন সদস্য কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা তোলার আবেদন করলে এই উপ পরিষদের মাধ্যমে তা কার্য নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপিত হবে। কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে এই উপ পরিষদের সুপারিশ ক্রমে কার্য নির্বাহী কমিটি ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে কার্য নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা ঐ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

বিধি নং-৬ অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ

ক) আইনজীবী কল্যাণ তহবিলের টাকা কেবল মাত্র এই কল্যাণ তহবিলের স্বার্থে ও কাজে ব্যয় করা যাবে। এই সমিতির অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে কল্যাণ তহবিলের টাকা কোন অবস্থাতেই উত্তোলণ কিংবা ব্যয় করা যাবে না। এই তহবিলের টাকা নগদ ক্যাশ হতে অন্য খাতে নগদে ব্যয় করলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক যৌথভাবে দায়ী হবেন এবং তারা ক্ষতি পুরনসহ ঐ টাকা কল্যাণ তহবিলের হিসাবে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন এবং তারা ২ (দুই)জন একবছরের জন্য ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। অন্যদিকে যদি চেকের মাধ্যমে এই তহবিলের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হলে চেকে যৌথ স্বাক্ষর দানকারী এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক,সমিতির সভাপতি, সমিতির সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে দায়ী হবেন এবং ঐ পরিমান টাকা জরিমানাসহ কল্যাণ তহবিলের ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। কল্যাণ তহবিলে এরূপ কোন তছরুফ হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা সদস্যগণ পরপর ২ (দুই) বছরের জন্য সমিতির ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

খ) সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য কোন সময় কল্যাণ তহবিলের অর্থ সংকুলাণ না হলে প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণ তহবিল থেকে কল্যাণ তহবিলে সাময়িকভাবে হস্তান্তর করার জন্য কার্য নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

গ) কার্য নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এবং তহবিলের প্রতুলতা সাপেক্ষে কল্যাণ তহবিলের টাকা ভালো ব্যাংকে (দেউলিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই) এফ,ডি,আর করা অথবা অন্য কোন লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যাবে। তবে কোন অবস্থাতেই এই তহবিলের টাকা ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

ঘ) আইনজীবী কল্যাণ তহবিলের বছর গণনা ১৯৯৮ইং সালের ১লা জানুয়ারী থেকে শুরু হয়।

ঙ) কল্যাণ তহবিলের ১ম বছরের চাঁদা পরিশোধের সময় প্রত্যেক সদস্যকে হলফনামাসহ নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে।

চ) ৪০ (চল্লিশ) বছরের অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তি অত্র আইনজীবী সমিতির নিয়মিত নুতন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি কল্যাণ তহবিলের সদস্যভুক্ত হতে পারবেন না এবং তিনি কল্যাণ তহবিল থেকে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা পাবেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায় এই উপবিধিটি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন অযোগ্য (অপরিবর্তনীয়) থাকবে। তবে ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়স্ক সদস্য আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডের সদস্য হতে পারবে।

ছ) ১৯৯৮ইং সনের পরে সমিতির কোন সদস্য কোন বছরের ৩১ মার্চ তারিখের পর কল্যাণ তহবিলে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার জন্য বিধি ৪ এর খ উপবিধি প্রযোজ্য হবে।

জ) আইনজীবী সমিতির কোন সদস্য নিয়মিতভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত না থাকলে বা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত থাকলে তিনি কল্যাণ তহবিলের সদস্য হতে পারবেন না।

ঝ) সমিতির কোন সদস্য নূন্যতম ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, সদস্য বর্হিভুত কোন ব্যক্তি নূন্যতম ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা, কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নূন্যতম ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা কল্যাণ তহবিলে এককালীণ অনুদান প্রদান করলে তার বা তাদের নামাংকিত ফলক সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত হবে।

বিধি নং-৭ উপসংহার (বিধিমালা সংশোধনের ক্ষমতা) ঃ

অত্র আইনজীবী কল্যাণ তহবিলটি ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব উদ্যোগে প্রবর্তিত বিধায় এতদসংক্রান্ত বিধির ৬ (চ) ব্যতিত কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন সব কিছুই সমিতির এখতিয়ারভূক্ত থাকবে।

উল্লেখিত বিধিসমূহের বাইরে নতুন কোন বিষয়ে সংকট দেখা দিলে ঐ বিষয়ের উপরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তা সাধারণ সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এরূপ সভায় সমিতির নিয়মিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এবং উপস্থিত সদস্যের

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম
ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতি
আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ড (ইউঘউঠঙখউঘঞ)
বিধিমালা-২০১৯ইং

-ঃ মুখবন্ধ ঃ-

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি। ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির ৪০ (চল্লিশ) বছরের উর্দ্ধ বয়সে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যগণের ভবিষ্যত আার্থিক নিশ্চয়তা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের ভবিষ্যত কল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সমিতির গঠনতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "আইনজীবী বেনেভোলেণ্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে উপলদ্ধি করে ২০১৯ইং সনের কার্যকরী পরিষদ কেবলমাত্র ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সে অত্র সমিতিতে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যগণের ভবিষ্যত কল্যাণের নিমিত্তে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ২০/০৩/২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় সর্বসম্মতভাবে সকল শ্রেণীর নিয়মিত সদস্যগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অত্র তহবিল গঠন করা হয়।

বিধি ঃ ১-নামকরণ ঃ
প্রবর্তিত তহবিল "আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড" শিরোনামে অভিহিত হবে। কেবলমাত্র ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সে অত্র সমিতিতে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যগণ অত্র তহবিলের সদস্যভূক্ত হতে পারবেন।

বিধি ঃ ২-তহবিলের আওতা, উদ্দেশ্য, স্থাপনা এবং অগ্রযাত্রা ঃ

ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতিতে ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য আইনজীবী বেনাভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড গঠন করা হয়। আইন পেশায় নিয়োজিত অত্র সমিতিতে ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সে যোগদানকারী নিয়মিত সদস্যগণ অত্র বিধিমালার ৩ (ক) বিধির শর্ত সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হারে ও নির্ধারিত সময়ে অত্র তহবিলের চাঁদা প্রদান করে এই তহবিলের সদস্য হতে পারবেন। আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড ০৩/০৯/২০১৯ইং থেকে কার্যকরী হয়েছে মর্মে গন্য হবে।

বিধি ঃ ৩-আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের আয়ের উৎস্য ঃ

ক) অত্র তহবিলের সদস্যভূক্ত প্রত্যেক নিয়মিত সদস্য সমিতির কার্য নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে বার্ষিক এককালিন চাঁদা প্রদান করবেন এবং প্রতি বছরের নির্ধারিত চাঁদা অবশ্যই সেই বছরের ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অত্র তহবিলে উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যগণের ভর্তি ফি ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং বার্ষিক সদস্য প্রতি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা।

খ) অত্র সমিতির ওকালতনামা, সইমোহর ফরম, জামানত নামা, নিষেধাজ্ঞার ফরম, বার পেপারসহ সকল বিক্রয়যোগ্য কাগজ সমূহের খাত এবং অন্যান্য খাত হতে আয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে অত্র আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ড **(ইউঘউঠঙখউঘঞ)** এ অর্থ জমা হবে।

গ) সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে সমিতির সাধারণ তহবিল হতে প্রদত্ত অর্থ (আনুপাতিক হারে)।

ঘ) নিয়মিত সদস্যগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান (আনুপাতিক হারে)।

ঙ) প্রতিষ্ঠান বা সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান (আনুপাতিক হারে)।

চ) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর বিনিয়োগকৃত অর্থের আয়।

ছ) নতুন মোকদ্দমা দায়েরের ক্ষেত্রে দেওয়ানী, পারিবারিক আপিল, রিভিশন মোকদ্দমা এবং বিবিধ মোকদ্দমা, দরখাস্ত ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হতে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে অত্র তহবিলের অর্থ আদায় করা হবে।

বিধি ঃ ৪-আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান পদ্ধতি ঃ

অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত সমিতির কোন নিয়মিত সদস্য হলফনামার মাধ্যমে সমিতির সদস্যপদ পরিত্যাগ করলে কিংবা আইন পেশায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে অথবা কোন নিয়িমিত সদস্য মৃত্যুবরণ করলে ঐ সদস্য বা তাঁর ওয়ারিশ বা পরিবারের সদস্যগণ নমিনির মাধ্যমে অথবা নমিনি করা না থাকলে কিংবা কোন বিরোধ দেখা দিলে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ ওয়ারিশগন অত্র আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড হতে নিম্নরূপ আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ক) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ধারাবাহিক ভাবে ২৫ বছর বা তদ্‌উর্ধ্বকাল যাবত আইন পেশায় নিয়োজিত থেকে অত্র ফান্ডের চাঁদা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্যকে এক কালিন ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে ২৫ বছর পরও অত্র তহবিলভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য আইন পেশায় নিয়জিত থাকলে ঐ সদস্যকে সমিতির নির্ধারিত হারে অত্র ফান্ডের বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

খ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য অত্র ফান্ডের নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর সদস্যভূক্ত হওয়ার ০২ (দুই) বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ প্রতি বছরের জন্য ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে অত্র ফান্ড থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন। তবে অত্র ফান্ড ভূক্তির প্রথম বছরেই যদি কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তাঁর জমাকৃত টাকা আর্থিক সহায়তা হিসাবে তাঁর পরিবার ফেরত পাবেন।

গ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য এই ফান্ডে নির্ধারিত হারে ২ (দুই) বছরের উর্দ্ধে এবং ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ১৮,০০০/- (আঠার হাজার) টাকা হারে অত্র ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ঘ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য অত্র ফান্ডে নির্ধারিত হারে নিয়মিত ৫ (পাঁচ) বছরের উর্দ্ধে ১৫ (পনের) বছরের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ১৯,০০০/- (উনিশ হাজার) টাকা হারে এই ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

ঙ) অত্র ফান্ড অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য ১৫ (পনের) বছরের উর্দ্ধে এবং ২৫ (পঁচিশ) বছরের মধ্যে অত্র ফান্ডে নির্ধারিত হারে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করে থাকলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার প্রতি বছর ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা হারে অত্র ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পাবেন।

চ) অত্র সমিতিতে ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সে যোগদানকারী কোন নিয়মিত সদস্য অত্র ফান্ডে অন্তর্ভূক্তির ফি এবং প্রথম বছরের চাঁদা পরিশোধক্রমে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের সদস্যভুক্ত না হলে ঐ সদস্য বা তাঁর পরিবার অত্র ফান্ড হতে কোন আর্থিক সহায়তা পাবেন না।

ছ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত সকল সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদা প্রতি বছর ৩১মার্চ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ব্যর্থতার প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। উক্ত জরিমানার অর্থ অত্র ফান্ডে জমা হবে।

জ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন সদস্যের চাঁদা প্রদানের ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে অনধিক ০১ (এক) বছরের চাঁদা বাকী থাকলে ঐ বছর বা পরবর্তী বছরসমূহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে না।

ঝ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য উপযুক্ত কোন কারণে কোন বছরের চাঁদা ঐ বছরের ৩১মার্চ তারিখের মধ্যে এবং জরিমানাসহ ঐ বছরেই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের আবেদনক্রমে এবং অত্র ফান্ডের আহ্বায়কের সুপারিশের প্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ উপযুক্ত বিবেচনা করলে ঐ সদস্যের অনাদায়ী চাঁদা (ছ) উপবিধি মতে মাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে জরিমানাসহ বকেয়া পরবর্তী বছরের ৩১মার্চ এর মধ্যে পরিশোধ করার অনুমতি দিতে পারবেন।

ঞ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য পর পর ০২ (দুই) বছর চাঁদা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অত্র ফান্ডে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে এবং অত্র ফান্ডের আহ্বায়ক একটি নোটিশের মাধ্যমে সদস্যগণকে তা জ্ঞাত করাবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য অত্র ফান্ডে তার জমাকৃত অর্থের দ্বিগুন (২গুন) অর্থ ফেরত পাবেন।

ট) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হতে অনতিবিলম্বে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের আহ্বায়ক ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক সংশ্লিষ্ট সদস্যের নমিনি/ওয়ারিশগণের নিকট তাৎক্ষণিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদে বা চেকের মাধ্যমে পৌঁছে দেবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রাপ্য বাকী টাকা হিসাব নিকাশ চুড়ান্ত করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নমিনি/ওয়ারিশগণের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

ঠ) অত্র ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য (অসুস্থ্যতা কিংবা অক্ষমতা ব্যতিরেকে) স্থায়ীভাবে আইন পেশা পরিত্যাগ করে অত্র ফান্ড হতে টাকা তুলে নিতে চাইলে তৎমর্মে অত্র সমিতির নির্ধারিত ফরমে একটি হলফনামা সম্পাদন করে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড হতে টাকা তোলার আবেদন করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডে তার প্রদত্ত চাঁদার দ্বিগুন (২ গুন) টাকা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

ড) বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর কোন সদস্য বার্ধক্য অথবা শারীরিক অসুস্থ্যতা জনিত কারণে আইন পেশায় স্থায়ী ভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডে টাকা উঠানোর জন্য সমিতির নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে আইনজীবী মূল সনদপত্র সারেন্ডারসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক/সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের সনদপত্রে শারীরিক অসুস্থ্যতার বিষয় উল্লেখপূর্বক অত্র সমিতির সভাপতি বরাবরে একখানা আবেদন প্রাপ্ত হলে ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড উপ-পরিষদ বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক সুপারিশসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট প্রেরণ করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড উপ-পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত এরূপ আবেদন বিবেচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রাপ্য টাকা অত্র বিধির "খ-ঙ" উপবিধির বিধান অনুসারে পরিশোধ করবেন।

ঢ) ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতিতে ৪০ (চল্লিশ) বছরের উর্ধ্ব বয়সে কোন অনিয়মিত সদস্য আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর সদস্য হতে পারবেন না।

ণ) অত্র ফান্ডের অন্তর্ভূক্ত কোন নিয়মিত সদস্য কিছু সময়ে ভোলা জেলায় আইন পেশায় নিয়মিত সদস্য হিসেবে নিয়োজিত থেকে পরবর্তীতে অনিয়মিত সদস্যে পরিণত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডে সদস্যপদ বাতিল হবে এবং এরূপ সদস্য অত্র ফান্ডে তাহার জমাকৃত অর্থের দ্বিগুন অর্থ ফেরত পাবেন। তবে সদস্য ভূক্তির (১ ও ২ বছরের মধ্যে) অনিয়মিত সদস্যে পরিণত হলে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র তার জমাকৃত টাকা ফেরৎ পাবেন।

বিধি ঃ ৫-আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড ব্যবস্থাপনা ও হিসাব নিকাশ ঃ

ক) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য অত্র আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের ১ম সহ-সভাপতি আহ্বায়ক, সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-সদস্য এবং আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের অর্ন্তভূক্ত সদস্যগণের মধ্য থেকে ০১ (এক) জন এবং সাধারণ নিয়মিত সদস্যগণের মধ্য থেকে ০১ (এক) জনসহ সর্ব মোট ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়া ০১ (এক) বছরের জন্য আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড উপ-পরিষদ গঠিত হবে।

খ) এই উপ-পরিষদ ফান্ড সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, আর্থিক সহায়তা প্রদান ও আনুসাঙ্গিক সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব পালন করবে।

গ) অত্র বেনেভোলেন্ট ফান্ডের জন্য পৃথক খাতাপত্র ও হিসাব নিকাশ থাকবে। অত্র ফান্ডের টাকা ব্যাংকে একটি পৃথক হিসাবে জমা থাকবে। এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক এবং সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

ঘ) অত্র ফান্ডভূক্ত কোন সদস্য আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ড (ইউঘউঠঙখউঘঞ) হতে টাকা তোলার আবেদন করলে এই উপ-পরিষদের মাধ্যমে তা কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপিত হবে। কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে এই উপ-পরিষদের সুপারিশক্রমে কার্যনির্বাহী কমিটি ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা ঐ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

বিধি ঃ ৬-অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ

ক) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর টাকা কেবলমাত্র এই ফান্ডের স্বার্থে ও কাজে ব্যয় করা যাবে। এই সমিতির অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন প্রয়োজনে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডের টাকা কোন অবস্থাতেই উত্তোলন কিংবা ব্যয় করা যাবে না। এই ফান্ডের টাকা নগদ ক্যাশ হতে অন্য খাতে নগদে ব্যয় করলে সমিতির সাধারণ সম্পদক ও অর্থ সম্পাদক যৌথভাবে দায়ী হবেন এবং তার ক্ষতিপূরণসহ ঐ টাকা আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডের জমা দিতে বাধ্য থাকবেন এবং তারা ০২ (দুই) জন (সংশ্লিষ্ট সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক) পরবর্তী বছরের জন্য ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। অন্যদিকে চেকের মাধ্যমে এই তহবিলের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হলে চেকে যৌথ স্বাক্ষরদানকারী এই উপ-পরিষদের আহ্বায়ক, সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে দায়ী হবেন এবং সমপরিমাণ টাকা জরিমানাসহ আইনজীবী বেনেভোলেন্ট ফান্ডের (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ব্যাংক হিসাবে পরিশাধ করতে বাধ্য থাকবেন। আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) এরূপ কোন তছরূপ হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা সদস্যগণ ০২ (দুই) বছরের জন্য সমিতির ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

খ) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর অর্ন্তভূক্ত সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য কোন সময় অত্র ফান্ডে অর্থ সংকুলান না হলে প্রয়োজনীয় অর্থ সাধারণ তহবিল থেকে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডে সাময়িকভাবে হস্তান্তর করার জন্য কার্য নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

গ) কার্যনির্বহী কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এবং তহবিলের প্রতুলতা সাপেক্ষে আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের টাকা ভালো ব্যাংকে (দেউলিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই) এফডিআর করা অথবা অন্য কোন লাভ জনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যাবে। তবে কোন অবস্থাতেই এই ফান্ডের টাকা ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

ঘ) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডে এর বছর গণনা ২০১৯ইং সন হতে শুরু হয়।

ঙ) আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর ১ম বছরের চাঁদা পরিশোধের সময়ে প্রত্যেক সদস্যকে হলফনামাসহ নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে।

চ) ৪০ (চল্লিশ) বছর বা তার কম বয়স্ক অত্র সমিতির সদস্যভূক্ত কোন (নিয়মিত বা অনিয়মিত) সদস্য আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ড এর সদস্যভূক্ত হতে পারবেন না এবং তিনি অত্র ফান্ড থেকে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা পাবেন না। তবে ৪০ (চল্লিশ) বছর বা তার কম বয়সী অত্র সমিতির সদস্যভূক্ত যে কোন নিয়মিত সদস্য "আইনজীবী কল্যাণ তহবিলের" সদস্যভুক্ত হতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায় এই উপ-বিধিটি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন অযোগ্য (অপরিবর্তনীয়) থাকবে।

ছ) আইনজীবী সমিতির ৪০ (চল্লিশ) উর্দ্ধ বয়সী কোন সদস্য নিয়মিতভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত না থাকলে বা অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত থাকলে তিনি অত্র আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডের সদস্য হতে পারবেন না।

বিধি ঃ ৭ উপসংহার (বিধিমালা সংশোধনের ক্ষমতা) ঃ

আইনজীবী বেনেভোলেন্ট (ইউঘউঠঙখউঘঞ) ফান্ডটি ভোলা জেলা আইনজীবী সমিতির সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব উদ্যোগে প্রবর্তিত বিধায় অত্র তহবিলের বিধি-৬ ব্যতিত কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রকার পরিবর্ধন, পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন সব কিছুই সমিতির এখতিয়ারভূক্ত থাকবে।

উল্লেখিত বিধিসমূহের বাইরে কোন বিষয়ে সংকট দেখা দিলে ঐ বিষয়ের উপরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আকারে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তা সাধারণ সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এরূপ সভায় সমিতির নিয়মিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে এবং উপস্থিত সদস্যের তিন চতুর্থাংশের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত মর্মে গন্য হবে। উল্লেখ্য যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকালীন সময়ে উক্তরূপ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যগণের সভাস্থলে ব্যক্তিগত উপস্থিতি ব্যতীত অত্র বিধিমালার কোন প্রকার সংশোধন করা যাবে না।

‘ক’ ছক.....হইতে.....ইং পর্যন্ত ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব। ২৮ (খ) ধারা

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	প্রস্তাবিত আনুপা-তিক ত্রৈমাসিক আয়	প্রকৃত আয়	কম (৩-৪)	মন্তব্য কম হওয়ার কারণ	ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	প্রস্তাবিত আনুপা-তিক ত্রৈমাসিক বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	কম (১০-৯)	বেশী হওয়ার কারণ/ কার্য নির্বাহী পরিষদের মন্তব্য